ভারত-কুসুম।

জনৈক-হিন্দুমহিলা-প্রণীত।

'সামুয়েল্ হানিমানের জীবনী' প্রণেতা
শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা
ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক ভবনস্থ
সরস্বতী-যন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৯।

মুখবন্ধ।

বঙ্গীয় মহিলাগণ গদ্য ও পদ্য-রচনে সুনিপুণা নহেন, এ কথা এক্ষণে আর শুনা যায় না। "বামাবোধিনী" "অবলাবান্ধব" "বঙ্গমহিলা" ও "পরিচারিকা" প্রভৃতি পত্রিকা সে অভাব মোচন করিয়াছে এবং নারীজাতির 'নিরক্ষর' অপবাদও সেই সঙ্গে বিদূরিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম অনেক স্বার্থপরতন্ত্র পুরুষ, প্রকৃত-স্ত্রী-রচনাও গণনার মধ্যেই আনিতেন না। অনেক সময়ে কোন কোন সম্পাদক ভদ্রমহিলাগণের রচনায় সন্দিহান হইয়া তাহা স্বীয়-পত্রস্থ করিতেন না। এখন সে কালের অত্যয় হইয়াছে। এক সময়ে আমাদেরও ঐরূপ সংস্কার এবং ধারণা ছিল। অধিক কি, যখন এই "ভারত-কুসুম" আমাদের হস্তে আইসে, তখনও ইহা বাস্তবিক কোন রমণী-লিখিত বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই; কিন্তু, তৎপরে বিশিষ্ট প্রমাণে সে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। উচ্চবংশীয়া ভদ্র-কামিনী-প্রণীত বলিয়া ইহার সংগ্রহ ও প্রকাশন একান্ত যত্ন ও আগ্রহের সহিত সম্পাদিত হইল। এখনও এতদ্দেশীয় নারীগণ যথোপযুক্ত উৎসাহ পান নাই; সেই জন্য এখনও সুশিক্ষিতার ভাগ নিতান্ত অল্প। আর যাঁহারা কথঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছেন বা পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল কবিতা, খণ্ড-কাব্য, গীতিকাব্য এবং কেহ কেহ নাটক বা অতি সামান্য দরের গদ্য গ্রন্থ লইয়াই ব্যস্ত। আর তাঁহাদের পাঠ্য পুস্তকও কেবল নবন্যাস (Novel) এবং নাটক। উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা না পাওয়ায়, উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থের রসাস্বাদনে তাঁহারা বঞ্চিত। অতএব বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা স্ত্রীজাতির একান্ত আবশ্যক।

১। এই পুস্তকে যে সকল কবিতা মুদ্রিত হইল, তন্মধ্যে 'পতিভক্তি' "বঙ্গমহিলায়" 'সাগরপারে' "আর্য্যদর্শনে" এবং 'কোজাগর পূর্ণিমা' "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়। এতদ্দ্বারা উক্ত কবিতাগুলির উত্তমতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অবশিষ্ট কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কতকগুলি, রচয়িত্রীর কৈশোর অবস্থায় রচিত।

সুতরাং তাহার ত্রুটি সুধীগণের ক্ষমার্হ। গ্রন্থকর্ত্রী ইচ্ছা না করিলেও, কেবল বাল্যকালের রচনা বলিয়া আমরা উহা প্রকাশ করিলাম। এ দোষ আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ স্কন্ধে লইয়াছি।

২। বঙ্গের ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত পুস্তক নির্ভুল মুদ্রিত হওয়া ঘটে নাই। সুপণ্ডিত, পুরুষ গ্রন্থকারও নিজের মুদ্রাযন্ত্র সত্বেও যখন স্বীয় পুস্তক বিশুদ্ধ মুদ্রিত করিতে পারেন নাই, তখন যে বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির পুস্তক মুদ্রাযন্ত্রের ভ্রমে পতিত হইবে না, ইহা আশাই করা যাইতে পারে না। গ্রন্থকর্ত্রীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসিবার উপায় ছিল না, এখনও নাই, সুতরাং পুস্তকের কোন কোন স্থানে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে।

৩। বাঙ্গালায় মৌলিক গ্রন্থ অতি বিরল। এমন অবস্থায় 'ভারত-কুসুমের' কোন কোন কবিতার ভাব সংস্কৃত বা ইংরাজী গ্রন্থ বিশষের ভাব হইতে সংগৃহীত বলিয়া ইহা উপেক্ষিত হইবার উপযুক্ত নহে। অনেক খ্যাতনামা পুরুষ লেখকের গ্রন্থেও ইহার অভাব নাই।

৪। এক্ষণে অনেক স্ত্রীকবির কবিতাগ্রন্থ দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু, সাধারণ গদ্য গ্রন্থে তাঁহাদের অনুরাগ না হওয়ায়, আজও স্ত্রীগ্রন্থকারের তত আদর হয় নাই। এখন তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিবার সময়। এ সময়েও অনেক সম্পাদক তাঁহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

৫। ভারত-কুসুমের রচয়িত্রী সর্ব্বাদৌ 'পত্রাবলি' মুদ্রিত করেন। তৎপরে কবিতাহার প্রচারিত হয়। 'কবিতাহারের' প্রশংসা বিস্তর হইয়াছিল। এত দিন গ্রন্থকর্ত্রী নীরব ছিলেন। তাঁহার পুত্রোপম কোন উৎসাহী যুবকের প্ররোচনায় তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে।

কলিকাতা।
১লা কার্ত্তিক, ১২৮৯ সাল

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়,
রাধানগর—খানাকুল।

বিজ্ঞাপন।

পাঠক মহাশয়গণ পূর্ব্বে মৎপ্রণীত "কবিতাহার" পাঠে আমাকে উৎসাহ দিয়া কবিতা লিখিতে কহেন। আমি সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সময়ে সময়ে কতিপয় কবিতা রচনা করি। হিন্দুবালার কোন পুস্তক প্রণয়নে যে কত ব্যাঘাত, তাহা বোধ হয়, সকলেই জানেন। অতএব, পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার নিমিত্ত আপনাদিগকে আর অধিক কিছু বোধ করি, বলিতে হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি উক্ত কবিতা গুলি ভারত-কুসুম নাম দিয়া জন-সমাজে প্রচারিত করিলাম। ইহার কয়েকটী কবিতা বঙ্গমহিলা, আর্য্যদর্শন, বঙ্গদর্শন, প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। বঙ্গমহিলাতে "পতিভক্তি" শীর্ষক কবিতাটী দেওয়া হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় উক্ত নামের পরিবর্ত্তে 'ভারত-মাতা' নামে প্রচার করিয়াছিলেন। অধুনা পুরাতন, কিন্তু তৎসময়ের লিখিত দুই একটী কবিতা আপনাদের বিরক্তিকর হইবে। স্ত্রীলোকের রচনা, সুতরাং ভ্রম-প্রমাদের অসদ্ভাব নাই। যাহা হউক, পাঠক পাঠিকাগণ! মলিন ভারত-কুসুমের একটি কুসুমও যদি আপনাদের মনোনীত হয়, তাহা হইলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি।

জনৈক হিন্দুমহিলা।

পূজ্যপাদ গুণগ্রাহী

শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই পুস্তক উপহার অর্পিত হইল।

শ্রীহীন্ মলিন এবে উজ্জ্বল ভারত
নীরস, নির্গন্ধ এর কুসুম রতন।
কোথা' হেথা পা'ব আমি কুসুম সরস
যাহাতে তুষিব দেব! মানস মধুপ,
—দেব আরাধনা সদা করে পুষ্প দিয়ে
দেব সম ভাবি দেবে, আমি চিরদিন
তাই এই গন্ধহীন নীরস কুসুমে
পূজিলাম আর্য্য! তব ও চরণযুগ।
সাদরে মনের সুখে, চির আকাঙ্ক্ষিত
—সন্তোষিতে চিত, কিন্তু, কিসে সন্তোষিবে
নীরস নির্গন্ধ এই ভারত-কুসুম।

বশংবদা

শ্রীমতী******

সূচিপত্র।

ভারত-কুসুম।

বসন্ত-পঞ্চমী।

(১)

কে তুমি গো ভারত-সরসে?
অমল কমল 'পরে,
চরণ অর্পণ ক'রে,
মনের আনন্দে বীণা বাজাও হরষে।
মধুর ঝঙ্কার কর্ণে, অমৃত বরষে॥
কে তুমি গো ভারত-সরসে?

(২)

নীলাম্বরে স্থির সৌদামিনী,
এলো-কেশ-রাশি 'পরে,
শ্বেত তনু শোভা করে,
যমুনার কালো জলে খেলয়ে হংসিনী।
মলিন ভারত-সরে ফুল্ল সরোজিনী॥

(৩)

পূজ বঙ্গ! ভারতী-চরণ,
রক্ত পদ্ম থরে থরে,
রাতুল চরণ 'পরে,

মনের আনন্দে আজি কর রে অর্পণ।
ভারতে এমন দিন বিরল এখন।
পূজ বঙ্গ! ভারতী-চরণ॥

(৪)

আন পুষ্প, পুষ্প-পাত্রে ভরি'
বরিষ কুসুম-রাশি,
চন্দন ছিটাও আসি'
প্রফুল্ল গোলাপ-দামে, সাজাও কবরী।
অবতীর্ণা বীণা-পাণি বঙ্গে দয়া করি'॥

(৫)

এস, এস, বঙ্গের সুন্দরি!
আঁচড়িয়া কেশ-পাশ,
পরিয়া উত্তম বাস,
অবগুণ্ঠনেতে চারু বদন আবরি'
মেঘে ঢাকা পূর্ণ শশী, বঙ্গ-কুল-নারী॥
এস, এস, বঙ্গের সুন্দরী।

(৬)

বসন্ত রঙের শাটী পরি'
গলে দিয়া মুক্তা-মালা,
এস ত্বরা বঙ্গ-বালা,
কামিনী কুসুমাঞ্জলি দাও ভক্তি করি'
মাগ বর প্রণমিয়া কৃতাঞ্জলি করি'॥

(৭)

সাজা সাজা চন্দ্রাতপ-তল,
জ্বেলে দে দেয়ালগিরি,
ফুল-মালা তদুপরি,
ঝাড়, ডোম জ্বালি বাড়ী কর ঝল্‌মল্।
বিমল বাতীর আলো দাও সুনির্ম্মল॥
সাজা সাজা চন্দ্রাতপ-তল।

(৮)

এস, এস, বঙ্গ-যুবাগণ!
প্রফুল্ল কমল-মুখে,
হাসিয়া দাঁড়াও সুখে,
দেখাও কৌমুদী-মাখা কুমুদ কেমন।
পূর্ণ শশী চপলায় কি শোভে রঞ্জন!

(৯)

এস, এস, কবি-কুল-মণি!
এস, কালিদাস কবি,
কবি-কুল-পদ্ম-রবি,
সঙ্গে লয়ে "শকুন্তলা" ভারত-জননী।
যাঁর পুত্র-নামে বঙ্গ বিখ্যাত ধরণী।
এস, এস, কবি-কুল-মণি॥

(১০)

জয়দেব! এস, ত্বরা করি,
পরিয়া ফুলের সাজ,
'সংস্কৃত'-কুসুম-তাজ,

যাহার সৌরভে আজ(ও) ভরা বঙ্গ-পুরী।
দিয়াছেন বাণী যাহা তোমা' যত্ন করি' ॥

(১১)

বিহর-ব্যথিতা গোপ-নারী ;
ললিত লবঙ্গ-লতা,
বিচ্ছেদ-বাত্যা-তাড়িতা,
কৃশাঙ্গী রাধারে মাঝে এনো যত্ন করি' ॥
সঙ্গে লয়ে সুধামুখী ব্রজের সুন্দরী ॥

(১২)

তপোবনে ভাবে ভরা সতী,
কদম্ব-কোরক-জনু,
রোমাঞ্চিত, সীতা তনু,
বহু-দিনান্তরে সতী দেখে রঘুপতি।
স্নেহ-গর্ভ পরিহাসে ভাসি'ছে 'বাসন্তী'।

(১৩)

শরমে মলিনা ওই সতী,
লাজ আর না দেয় ওঁরে,
নিবারহ 'বাসন্তীরে,
বাজাইয়া বীণা গাও "উত্তর-চরিতী"।
যে বীণা তোমারে স্নেহে দেছেন ভারতী,
(ভবভূতি) ॥

(১৪)

এস, মধু, কবি-কুল-মণি !
বীর-রস-অলঙ্কারে,
সাজাইয়া প্রমীলারে,
ধরায়ে কোমল করে, কঠিন শিঞ্জিনী।
পতি-দরশনে সতী রণে উন্মাদিনী ॥
এস, মধু, কবি-কুল-মণি।

(১৫)

গাও, গাও, বঙ্গ-বাসী সবে,
বাজাও বঙ্গীয় ঢোল,
নহবৎ মধু বোল,
পুরাও নিনাদি' বঙ্গ বেণুর স্বরবে।
ভারতে এমন দিন, আর কবে পাবে ?

(১৬

গাও গীত ভরিয়ে হৃদয়।
আপনি বাজান বীণা,
কি ভয় সবে গাও না,
আনন্দে বল না সবে বঙ্গে জয় জয়।
শুভ "শ্রীপঞ্চমী" আজ ভারতে উদয় ॥

সে কোথায় ?

ভূধরে সাগরে কিম্বা কাননে প্রান্তরে
নগরে আকাশে কিম্বা প্রাসাদ-শিখরে
সে কোথায়, সে কোথায় মম প্রিয়তর ;
কোথায় আবাস তাঁর কোথা সে সুন্দর,
যাঁরে চাহি ভ্রমে মন পাগলের প্রায়,
বল রে হৃদয়! তুমি বল সে কোথায় ?
সে অনন্ত গুণ-রাশি সৌন্দর্য্য অতুল
সে কোথায় যার লাগি' হৃদয় ব্যাকুল ?
কেন মন অন্বেষণ করি'ছ তাহার,
দেখ রে চাহিয়া কোথা' তাঁহার বিহার,
শত শশধর জিনি বিমল কিরণে
দেখ রে ভাতিছে কিম্বা হৃদয়-গগনে !
নয়ন কেন রে অন্ধ, মন—স-চিন্তিত,
হৃদয় কাতর কেন হইয়ে বিস্মৃত ?
আত্মা ! ভ্রান্ত হ'লে ছি ছি মোহ-অন্ধকারে,
সে কোথায় ? দেখ তব হৃদয়-মন্দিরে !!

প্রাবৃট্ কমল।

(১)

একি সন্ধ্যার কমল-সম,আনন তোমারি,
কেন গো নলিনি! তব, দিবা দ্বি-প্রহরে,

শোভে তব সুখ-রবি, মধ্যাহ্ন অম্বরে ;
তবে কেন তব মুখ, মলিন নেহারি ?

(২)

এই তো জগতে রীতি, পতি-পার্শ্বে সুখী সতী
আনন্দে দম্পতি ভাসে সুখের সাগরে।
বিরহিণী-সম হেরি সুধাই লো তোরে ;
প্রণয় কি নাই তব রবির সংহতি ?

(৩)

"আছে গো প্রণয় আছে, না পাই থাকিতে কাছে,"
স-খেদে পবনে কাঁপি' কহিল আমায়,
দেখ গো জলদ-জালে ঘেরিয়াছে তাঁয় ;
অভ্রাচ্ছন্ন স্বামি-মুখ দেখি' বুক ফাটিছে।

(৪)

পতি মম লক্ষান্তরে, আমি ভাসি জল 'পরে,
ভাসি জলে তবু হাসি দেখিলে তাঁহায়,
পাইলে কিরণ তাঁর কাঁদি না কি হায় ?—
কত সুখী সরোজিনী দেখ সরোবরে।

(৫)

মম ভাগ্যে এ দুর্দিন বরষা বরিষা-দিন,
প্রভাকর কর-হীন হয়েছে গো স্বজনি !
ভাসি জলে আঁখি জলে হায় দিবা-রজনী,
মনে করিয়াছি আর হ'ব না প্রণয়াধীন।

(৬)

এ সংসারে এই রীতি, যে যাহার গতি মুক্তি,
তা হ'তে তার দুর্গতি, তাই দেখি নয়নে ;
চাতকিনী বাঁচে প্রাণে জলধর-জীবনে
কাল নিদাঘেতে তাই, হয় তার দুর্গতি।

(৭)

হেরে শশী সুখে ভাসে কুমুদিনী স্বজনি !
সুখে ফুল্ল হ'য়ে ধনী শোভে ফুল্ল জীবনে,
এক পক্ষান্তরে বিধু তাই উদে গগনে,
হেমন্তে হিমাংশু তাই কাঁদায় গো কামিনী।

মনের প্রতি।

(গীতি।)

(১)

লভিতে বিমল শান্তি মন রে যদি মনন,
সংসার-মায়াতে আর ভুল না তুমি কখন ;
ভোলো রে অনিত্য মায়া, কে তুমি কার তনয়া,
কাহারি বা জায়া তুমি, কেবা রে তব নন্দন ?
আপন আপন ত্যজে কর রে কঠিন মন,
তবে সে পাইবে তুমি বিমল শান্তি-রতন।

(২)

বল, অকৃতজ্ঞ মন ! তোমারে করি জিজ্ঞাসা,
কেন রে বাসনা তব নাহি তাঁরে ভালবাসা ?

তিনি যে বাসেন ভাল,তারো তার পেয়ে কি রে,
ভুলিয়াছ, প্রতিদান দিতে হয় ভালবাসা ?

(৩)

হইয়ে আমার মন, কেন ভাব পর-তরে,
আমার অপেক্ষা তুমি ভাল কি রে বাস পরে ?
এ তব কেমন রীত, হয়ে আমার আশ্রিত,
করহ মোরে পতিত, ভুল সে পরমেশ্বরে।

(৪)

ভেবে পর-ভালবাসা মুগ্ধ হ'য়েছ রে মন !
প্রাণের অপেক্ষা তুমি করহ পরে যতন ;
কিন্তু যে পরমেশ্বর প্রেম করেন নিরন্তর,
বল রে মম অন্তর ! কর কি তাঁ'রে স্মরণ ?

(৫)

মানব-জনম ল'য়ে বল মন ! কি করিলে ?
কি তুমি করিলে হায় ! যেহেতু স্বজিত হ'লে ;
পেয়েছে ইন্দ্রিয় কয়, যে যে কর্ম্ম তাহে হয়,
তুমি তার পরিচয় বল কি ধরাতে দিলে ?
পেয়েছ দর্শন লাগি, জ্যোতির্ম্ময় দুই আঁখি,
(তাহে)আপনারি মুখ দেখি আনন্দে রহেছ ভুলে।

(৬)

কিন্তু মম অন্য নারী স্বজিত সে ঈশ্বরেরি,
অন্ন বিনা নেত্রে বারি বহে তার ক্ষুধানলে ;
তা দেখে কি মম আঁখি কেঁদেছে কভু বিরলে ?

ঘুচা'তে নারিলে যদি, দুখিনীর সে নেত্র-জলে,
এ ছার জনম লয়ে, তবে মন! কি করিলে?

(৭)

কোথায় রহিবে কহ এ তব দেহ সুন্দর,
যাহাতে করিতে যত্ন সতত তুমি তৎপর?
কোথায় রহিবে তব বিভব, সজ্জিত ঘর?
এ দুটি আঁখি মুদিলে সবে হ'বে তব পর,
অনল-শয্যায় শুয়ে ভস্ম হবে কলেবর।
কোথায় রহিবে সব প্রাণাধিক প্রিয়তর?
ছাড় রে সংসার-মায়া, কঠিন কর অন্তর,
এক মনে ভাব সদা পরমেশ পরাৎপর।

(৮)

কি করিলে হায় মন! এ কারে ভালবাসিলে,
যে তোমারে বাসে ভাল তারে না জীবন দিলে;
যবে গর্ভ-কারাগারে ছিলে রে ঘোর আঁধারে
তা' হ'তে আনি' উদ্ধারি সুরম্য প্রাসাদ দিলে,
তোমার পালন লাগি স্নেহময়ী মা, দিল যে,
হায়! তুমি কেমনে রে সে প্রাণ-সখা ভুলিলে?

(৯)

সদা স্বীয় দুঃখ ভাবি' হৃদয় ক'রে ব্যথিত,
কি আর হ'বে রে মন! সুখ না হ'বে আগত।
সুখ দুঃখ চক্রাকারে, শুনেছি ভ্রমে সংসারে,
এ ছার অদৃষ্ট বুঝি, সুধু কষ্টে পরিণত!
সুখ-স্থানে দুঃখ-রাশি ভ্রমে বিধির লিখিত।

হায়! দুঃখে ভাবি' সুখ, মন! ধর্ম্মে মন রাখ,
পাবি পরলোকে সুখ ভুলিবি দুঃখ যাবত।
ঈশ্বরে করি' চিন্তন, পরের হিত-সাধন,
কর মন! অনুক্ষণ পরে সুখ পা'বে কত।

ঈশ্বরের প্রতি।

(১)

অবলা সরলা পেলে সকলে করে ছলনা;
তা' ব'লে কি প্রভু! তোমার সাজে করা প্রতারণা!
অবলা সরলা নারী, মায়াতে আবদ্ধ করি'
অমূল্য জ্ঞান-রতন দিয়েও কৈলে বঞ্চনা।
বিষম মায়ার ছায়া, জ্ঞান-রবি ঢাকে কায়া,
তব সুবিমল ছবি দেখাইতে বিড়ম্বনা।

(২)

চাহি না সম্পদ্ নাথ! চাহি নাহে কিছু আর,
যা' দিয়াছ লও ফিরে, দেখিলাম—সে সব অসার।
তোমার করুণা বিনা, পাব না হে যা বাসনা,
কৃপণতা আর ক'রো না, এই প্রার্থনা এবার।

(৩)

সংসারে থাকিয়া নাথ! সুখ যদি না হইল,
এ সংসার-কারাগারে থাকি' তবে কিবা ফল?
মোহের শৃঙ্খল পদে, অজ্ঞান-তমঃ-বিপদে,
দুঃখ রক্ষী পদে পদে, দেয় যাতনা প্রবল।

কামিনী কোমল-প্রাণ এ' প্রবাদ মিথ্যা হ'ল,
অবলার প্রাণে এত সহে কি যাতনানল ?
এ পাপ জীবন-ভার, কত আর বহি বল,
মোহ মুক্ত কর নাথ ! লভি শান্তি সু-শীতল।

পতি-ভক্তি।

(১)

কে তুমি সুন্দরি ! বিষণ্ণ বদনে ?
সমুজ্জ্বল তব সুন্দর তনু ;
ঢাকিয়াছে হায় ! যেন কাদম্বিনী,
অরুণে উদিত নবীন ভানু।

(২)

কি পবিত্র জ্যোতি নয়নে তোমার !
বহি'ছে পবিত্র নয়ন-জল।
সু-পবিত্র ভাতি ভাসি'ছে বদনে,
পবিত্র তোমার মুখ-কমল।

(৩)

এত পবিত্রতা আননে যাহার,
অন্তর কি তার পবিত্র নয় ?
কিসে সু-পবিত্র বদন এমন
হইয়াছে বল বিষাদ-ময় ?

(৪)

ভূধর নড়ে না সামান্য পবনে,
বায়ু রবি-করে প্রতপ্ত হয়,
আইলে রজনী মুদে সরোজিনী,
শশী মসী-মাখা হেমন্তে হয়।

(৫)

শুনিয়া তখন ছাড়িয়া নিশ্বাস,
বিস্ময়ে চাহিল আমার প্রতি!
নিশির শিশিরে নিষিক্ত কমল
ঊষায় ঈষৎ চাহে যেমতি।

(৬)

বীণার ঝঙ্কার, অপ্সরী-বদনে
—বিলাপের গীত নিশিতে গায়,
মৃদু কল্লোলিনী তটিনী বা যেন,
—কল-কণ্ঠ পাখী বিলাপে হায়!

(৭)

স-করুণে মোরে কহিলা সুন্দরী,
কহিলে যা' তুমি সত্য সে সব;
কিন্তু কি করিবে মোর দুঃখ শুনে
গলিবে না তায় অন্তর তব।

(৮)

গিয়াছে সে কাল, ফুরায়েছে সুখ,
সে সব আদর নাইকো আর।

বহু দিন হ'ল গেছে তারা চলি'
ছিলাম যাঁ'দের কণ্ঠের হার!

(৯)

বলিতে বলিতে কমল-নয়নে
বহিল বিমল সলিল-ধারা।
হিমানী-নিষিক্ত অমল কমল,
ঘৃণায় লজ্জায় বদন-ভরা।

(১০)

কোথা' গো সাবিত্রি! সতী-কুল-মণি?
রমণী-গৌরব জানকি! কোথা'?
কোথা' কাদম্বরি!—কোথায় গান্ধারি!?
কোথা' আছ সতী হর-বনিতা!?

(১১)

শুনি পতি-নিন্দা নগেন্দ্র-দুহিতা
ত্যজেছিল প্রাণ যাহার বলে।
দেখসে আসিয়া সেই পতি-ভক্তি
কিরূপ এখন অবনী-তলে।

(১২)

দেখসে সাবিত্রি! হায়! যা'র বলে
শমনে জিনিয়া এনেছ পতি,
এস এক বার দেখসে তাহারি,
সেই বঙ্গে তার দেখসে গতি!

(১৩)

পতি অন্ধ শুনে হায় গো ! গান্ধারী,
বেঁধেছিলা আঁখি জন্মের মত।
তেমন গৌরব, সে সব আদর,
নাহি আর বঙ্গে হ'য়েছে গত !

(১৪)

(এখন অনেক বঙ্গের সুন্দরী)
রূপের আভায় ঘর আলো করি'
থাকেন সোহাগে পালঙ্কে বসি ;
ভালবাসে পতি বসিয়া ভূতলে,
অলক্ত চরণে পরাণ তোষে।

(১৫)

কুণ্ঠিত তাহাতে কিছু-মাত্র নয় !
সোহাগেতে আরো গলিয়া সতী
রাঙ্গা পদ তুলি পতি-হৃদি 'পরে,
জানান্ স্বামীকে অটল ভকতি।

(১৬)

সে কালের চেয়ে একালে যুবতী
আরো গুণবতী হ'য়েছে সবে।
শ্বেতাঙ্গী রমণী, সভ্যতার খনি,
বঙ্গ-বালা তাই কেন না হ'বে ?

(১৭)

সভ্যতা-শিক্ষিতা অনেক যুবতী,
পতি প্রতি প্রীতি কেমন তাঁ'র।

সামান্য দোষেতে দোষী হ'লে পতি,
বিবিধ কটূক্তি শেষেতে প্রহার। ***

(১৮)

সতী-অগ্রগণ্যা জনক-নন্দিনি!
হায় গো তোমারে লোকের শ্লেষে,
পতি-প্রাণা সতী জেনেও তোমায়,
পাঠালেন রাম অরণ্য-বাসে।

(১৯)

তা'তেও তোমার বিচলিত প্রীতি,
হয় নাই আহা! স্বামীর প্রতি।
সদাই বলিতে "গুণ-ধাম রাম!
বাম হ'লে কেন দাসীর প্রতি?"

(২০)

আহা! এমন কোকিলা আর এ ভারতে,
নাই রে! করে না এ সুধা-রব;
পিক-বিনিময়ে কাকের কাকলি
জ্বালায় সতত শ্রবণ সব।

(২১)

সুখে দুঃখে প'ড়ে আছি এই বঙ্গে,
'অন্য কোথা' যেতে না চায় প্রাণ।
এখনও সহস্র বঙ্গ-বিনোদিনী
রাখি'ছে যতনে বঙ্গের মান।

(২২)

হায়! পতি-হীনা বঙ্গের বালিকা
স্মরিতে অন্তরে লাগয়ে ব্যথা।
করে একাদশী হয়ে’ ব্রহ্মচারী,
এমন রমণী আছে বা কোথা’ ?

(২৩)

বৈশাখে যখন মধ্যহ্ন-গগনে
উদয় হয় রে প্রখর ভানু,
একাদশী করে বঙ্গ-বিধুমুখী
শুষ্ক-বিম্বাধর মলিন-তনু।

(২৪)

এ পবিত্র মূর্ত্তি দেবী-মূর্ত্তি-সম
হৃদয়ে না জাগে বল গো কার্ ?
বঙ্গ-বিনোদিনী সতীত্বের খনি ;
এমন রমণী আছে কি আর ?

(২৫)

পুন বিবি-অনুকারী, অনেক সুন্দরী,
হ’য়েছে এখন বঙ্গের মাঝ !
পতি-হীনা হ’য়ে করে বেশ ভূষা !!
ছি ছি কালামুখ বাদে না লাজ।

(২৬)

এত অপমান ; তবু আছি বঙ্গে,
অন্য দেশে যেতে বাসনা নাই ;

অন্য দেশে নারী চেনে না আমায় ;
বুট-পরা মেয়ে বড় বালাই !

(২৭)

ওগো বঙ্গ-বালা বসন্ত-কোকিলা !
ডেকো কুহু-রবে যুড়া'য়ে প্রাণ।
তোমরা বঙ্গের গৌরব-আধার,
রেখো রেখো রেখো আমার মান।

নিশীথিনী।

আইল নিশি স্বরূপসী ;
লাবণ্য-চন্দ্রিকা উজলে মধুর,
পাছে কেশ তিমির-রাশি,
আইল নিশি স্বরূপসী।

অলস গমনে চলিল পবনা,
ঐ দোলাতে কুসুম-রাশি।
তাহে সৌরভ ছড়ায়ে কুসুম-কামিনী,
ঢলিয়ে পড়িল হাসি'।

(হেরি') সে শোভা সুন্দর, শঠ মধুকর
ছুটে "অনুকূলে" উপহাসি !
আইল নিশি স্বরূপসী।

হেরি' সরসী দোলে মৃদুল হিল্লোলে
কোলে করিয়ে গগন-শশী
পাশে হেরি' নিশা-মণি কুমুদিনী ধনী,
সুখে হাসিল মধুর হাসি।

ত্বরা কুসুম-ভূষণে সাজল ধরণি!
কিবা চন্দ্রিকা-বসনে ভূষি।
প্রিয় পাদপ বেড়িয়া নাচল লতিকা
পরি' কুসুম-ভূষণ-রাশি।

দেখি' হরষে মজিয়া গাইল কোকিলা,
স্বরে ভাসায়ে আকাশ নিশি,
আইল নিশি সুরূপসী।

হেরিয়া শর্ব্বরী সানন্দে কেশরী,
বিহারে চলিল উঠি'
চলে হেলিয়া দুলিয়া গরবে ফুলিয়ে,
কিবা দোলায়ে সুন্দর কটি।

কিবা নিশির নূপুর বাজে ঝিল্লি-রবে,
বুঝি নাচে নিশি সুরূপসী।
হের নাচে তরু-লতা মৃদুল সমীরে,
অর্ণব নাচে উছলি।
সুখে প্রেমে গদগদ গাই'ছে কোকিলা,
নাচি'ছে কুসুম-কলি।

হায়! এ হেন রজনী যাপিও না ঘুমে,
মরি দেখ দেখ! আঁখি মেলি;
যাঁহার সৃজিত এ সুখের নিশি,
সবে গাও তাঁর জয় বলি।

কোজাগর-পূর্ণিমা।

গীত।

ওহে শশী এত সাজ্ আজ্ কেন বল বল?
কে তোমারে পরাইল শুভ্র বাস নিরমল?
হাসা'তে কুসুম-কুলে, মাতা'তে প্রেমিক-দলে,
ভুলা'তে অখিল নরে কে তোমারে নিরমিল?
নক্ষত্র-মুকুতা-মালা কে তোমার গলে দিল?
স্ফুটিত-কুসুম-করে, বল বল কা'র তরে,
কাহারে পূজিতে আজি তুমি ওহে শশধর!
মনোহর নীলাম্বর আসনে বসিয়া সাজি,
সুধা-রাশি চন্দন-রাশি বরষিছ সুশীতল?
কৌমুদী-পট্ট-বাসে শশী মরি কি শোভা হইল!
যে তোমার স্রষ্টা ওহে তাঁ'রে কি দেখেছ তুমি?
দেখে থাক যদি ওহে বল হে আমারে বল,
কত রূপ ধরেন সে জ্যোতির্ম্ময় সুবিমল।
সেই নিরমল ছবি হৃদে ভাবি নিরবধি
পাপ-তপ্ত হৃদি জড়াই হেরে কান্তি সুশীতল।

(১)

আজি কেন এত হাসি হে নিশি-রমণ !
ভুলাইতে কার্ মন, কুমুদীর প্রাণ-ধন !
ধরেছ মোহন বেশ রমণী-রঞ্জন,
আজি কেন এত হাসি হে নিশি-রমণ !

(২)

বল হে কাহার শশী ভুলাইতে মন,
শরৎ-গগনে বসি' প্রণয়-আমোদে ভাসি,
শুভ্র বাস পরি' শশী ! আহ্লাদে মগন,
কা'রে হেরে এত হাসি যামিনী-শোভন ?

(৩)

পার্শ্বে শত তারা-নারী, তারা নয় মনোহারী,
তাই তাহাদের বিভা মলিন অমন ;
জানি আমি অভাগিনী মলিন যেমন,
ওই তারা-নারী-সম মলিন-কিরণ।

(৪)

জানি জানি যেই রামা, নহে পতি-প্রিয়তমা,
রূপেও মলিন সদা তাহার বদন ;
তুমি ত হাসি'ছ খুব তারকা-রমণ !
নির্দ্দয় পুরুষ বটে অমনি অমন।

(৫)

জানি আমি যুবা-দলে, নবীনা যুবতী পেলে,
অমনি আহ্লাদে ঢলে ছড়া'য়ে কিরণ,

তোমারি মতন চাঁদ ! তোমারি মতন,
অমনি অমনি বটে তেমনি তেমন।

(৬)

ছি ছি শশী ! পায় হাসি, নিশি কি এত রূপসী ?
বল কিসে শ্যামাঙ্গিনী, ভুলাইল মন,
কিম্বা যে প্রবাদ আছে, যা'র যাতে মন,
রজনী স্বজনী সে তো চির পুরাতন,
(পুরাতনে পুরুষের অত কি যতন ?)

(৭)

পড়ে'ছ পড়ে'ছ ধরা ওহে শশধর !
যাহার কারণে আজি বেশ মনোহর।
যে দেখি ধরার ধারা, সাজিয়াছে মনোহরা,
হেসে ঢ'লে দেখাই'ছে শুভ্র কলেবর ;
(শরম থাকিলে পর' ভুলান দুষ্কর)

(৮)

হেরিয়া ধরার হাসি প্রমোদে মাতিয়া শশী,
হাসিতেছে সুধা-রাশি বিকাশি' বদন ;
ও হাসি হেরিয়া হাসে অখিল ভুবন ;
নব অনুরাগ বটে অমনি অমন ?

(৯)

পড়ে বটে, পড়ে মনে—দেখে'ছি কবে, কে জানে,
ওই মত হাসি-ভরা দু খানি বদন,

মিছামিছি কত হাসি কে জানে কারণ ?
কোথা সেই হাসি-মাখা তরল যৌবন ?

(১০)

কোথা হ'তে চিন্তা এবে ঢেকেছে বদন,
জেন হে কালের করে সব পুরাতন।
পক্ষান্তরে তোমারও রবে না অমন,
ঢাকিবে অমা-রজনী ও বিধু বদন।

(১১)

হেরি' তোমাদের ধারা, এই দেখ হাসি মোরা,
এত শোভা আর নাহি দেখেছি কখন,
পর-পতি ভুলাইতে বেশ প্রয়োজন !
সুগন্ধ-কুসুম-লতা কবরী, বেষ্টন।
(পরে'ছ ধরণি ! ভাল কৌমুদী-বসন !)

(১২)

দেখ আপনি ধরণী হাসে, যাহারা ধরণী বাসে,
কেন না হইবে তা'রা আহ্লাদে মগন ?
হেরিলে দম্পতি-হাসি হাসে সর্ব্বজন,
কিন্তু শশী ! লম্পটতা তোমারো এমন ?

(১৩)

এবে ওই ফুল-সুকুমারী, নয় তব মনোহারী,
বালিকা কলিকা ওযে এখনো এখন,
হিমাগমে হ'বে যবে স্ফুটিত যৌবন,

ভুলিবে ভুলিবে চাঁদ! তখনি তখন,
(জানি আমি পুরুষের প্রেম-আচরণ।)

(গীত।)

আহা! এ পূর্ণিমা-নিশি মরি কিবা মনোহর!
মোহিত না হয় মরি হেরে' কাহার অন্তর?
কোমল অঙ্গুলি তুলি' বোলে আধ আধ স্বর,
হেসে দেখাই'ছে শিশু জননীরে শশধর!
(মরি মরি, কি সুন্দর জননীর অঙ্কোপর!)
বালক যুবক ভোলে, দেখে' বৃদ্ধ চিন্তা ফেলে,
মরি কি সুন্দর নিশি মনোহর কোজাগর!
যে সৃজিল হেন নিশি তব জন্যে ওহে নর!
বারেক কৃতজ্ঞ হ'য়ে ভাব সত্য পরাৎপর।

জাগ্রতে স্বপ্ন।

একদা প্রাসাদোপরি করি' আরোহণ,
হেরিতেছি শশধর-কান্তি বিমোহন;
দেখিতে দেখিতে স্থির হলো আঁখি-তারা,
হৃদয়-কমল হলো জ্ঞান-রবি-হারা।
হেন কালে আচম্বিতে স্বর মনোহর।
শ্রবণে পশিয়া মম জড়া'ল অন্তর।

বহিল শীতল নদী ঘোর মরু-ভূমে,
বর্ত্ম-হারা পান্থ পথ হেরিল সম্ভ্রমে—
'মধুর নিবিড় নীল চন্দ্রাতপ-তলে,
'ধবল কৌমুদী-বাস পাতা সৌধ-তলে,
'"হিম-রশ্মি" হেম-দ্বীপ শ্বেতাভ উজলে,
'শীতল পবন বায়ু করে পরিমলে,
'গায়ক কোকিল সুধা ছড়ায় অনিলে,
'সরোজিনী নাচে সরে চলে' চলে' দুলে'।
'এ হেন সুখের রাজ্য তব ধরা-তলে,
'তবু কেন তব নেত্রে শোক-অশ্রু গলে'?
'স্নেহ-দাতা পিতা মাতা আনন্দ-সদন,
'সোদর ভগিনী যত্ন সৌহার্দ্দ-কারণ,
'প্রেম-প্রদ পতি, পুত্র নয়ন-রঞ্জন;
'আত্মীয় স্বজন-গণ মিষ্ট সম্ভাষণ,
'এ হেন সংসার তব সুখের ভবন,
'তবু কেন তব নেত্রে অশ্রু-বরিষণ?'
কাতরে ডাকিনু "প্রভু অমৃত-আলয়"
কোথা' শান্তি, কোথা' শান্তি, শান্তি-সুখালয়?
তোমার সৃজিত এই জগৎ সংসার,
হেরি কেন দয়াময়! দুঃখের আধার?
কোথায় বিরাজে শান্তি কহ দয়াময়!
কোথা' গেলে পাব শান্তি অমৃত-আলয়।
দেখিতে দেখিতে হায়! কিবা মনোহর—
চন্দ্রের কিরণ হ'ল আরো শুভ্রতর!

কোমল শীতল জ্যোতি অতি ধীরে ধীরে
নামিতেছে এবে দেখি অবনী-উপরে।
বিস্ময়-বিস্ফারি আঁখি হ'ল স্থিরতর,
দেখিনু রমণী এক অতি মনোহর!
কে তুমি কহ গো রামা! উর্ব্বশী কি তিলোত্তমা?
কিম্বা হ'বে কামের সুন্দরী।
জুড়া'ল নয়ন মম হেরি'।
তোমার বদন-কান্তি, প্রদানে অতুল শান্তি,
মরি কিবা মধুর মাধুরী!
তুমি কি গো ত্রিদিব-ঈশ্বরী?
শশধর 'পরে সৌদামিনী—
হইল আশ্চর্য্য কান্তি, হেরিয়া জন্মিল ভ্রান্তি,
হাসি' যবে উত্তরে রমণী।
"যার লাগি' এ সংসার, ভাল না লাগে তোমার,
তাঁ'র সহচরী আমি শুন বিষাদিনি!
একাগ্রতা নাম মোর শুনহ স্বজনি!
যদি শান্তি বাঞ্ছা কর সঙ্গে এস গো আমার!
শান্তি-সুখময়ী তিনি বিবেক রমণী।
পূজা কর বিবেকেরে, অবশ্য পা'বে তাঁহারে
ছেড় না আমার সঙ্গ, এস বিনোদিনি!"
এত বলি' সে সুন্দরী, অঙ্গুলি সঙ্কেত করি',
জল-বিম্ব-সম প্রায় মিলাইল সুবদনী।

দাম্পত্য-প্রণয়।

(১)

আহা! এ পবিত্র প্রেম পৃথিবী-ভূষণে,
কে স্বজিল সুখ-সিন্ধু মানব-জীবনে?
মরু-ভূমে প্রবাহিত করিল তটিনী রে!
নিদাঘ-তৃষিত পান্থ, ঘর্ম্মে কলেবর শ্রান্ত,
জুড়াইতে অবিশ্রান্ত মলয়-বাতাস রে!

(২)

চন্দ্রমা-শালিনী নিশি, শরদের পূর্ণ-শশী,
কোমল কুসুম-রাশি সুরভি বাতাস রে,
বিমোহিত চিত হায়! এত নাহি করে,
শীতল চন্দন-নদী, হৃদয়ে বহিত যদি,
এত না শীতল হ'ত, এ প্রণয়ে যত রে!

(৩)

কোকিল-কাকলী বুঝি এত মনোরম
নয় রে!—সুধায় যাহা প্রেমে প্রিয়তম!
যেন সুধা-বরিষণ শ্রবণ-বিবরে রে,
জুড়াইতে প্রণয়ীর হৃদয়-কন্দর রে!
বেগবতী স্রোতস্বতী সায়াহ্নে ঝর্ঝরে রে!

(৪)

হায়! কে রচিল এ প্রেম-সুধা,
নাশিতে প্রণয়ি-চকোর-ক্ষুধা?

সে জন সামান্য নয় রে নয় !
গাও না প্রেমেতে তাঁহারি জয় !

(৫)

হায় ! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার,
এমন প্রণয় নাই রে আর !

(৬)

প্রণয়-প্রণয়ী যদি একত্রেতে মিলে,
তা' হ'লে এ প্রেম-সম কি আছে ভূ-তলে ?
হয় রে ! এ প্রেম—যদি অভিন্ন-হৃদয়,
"প্রণয়ি-যুগল" জুলিয়েৎ রোমিওর ন্যায়,
এক প্রাণ এক মন একই জীবন রে !

(৭)

আহা ! রোমিওর প্রাণ-প্রেয়সী,
নারী জুলিয়েট্ রূপসী শশী,
পান করি' প্রিয়-বিষাক্ত-অধর,
পরিহরি' প্রাণ প্রণয়ি-প্রবর,
ধরা-তল ছাড়ি' গেল রে !
এ পবিত্র প্রেম-সম কি আছে ভূ-তলে রে !

(৮)

নব শিশু সঁপি' সতিনীর করে
পাণ্ডু-পত্নী গেল প্রণয়ের তরে,—

চিতা-অগ্নি গর্জ্জি' উঠিল আকাশে,
মৃত-স্বামি-কোলে মন্দ্র সুতা হাসে,—
ছিঁড়িতে নারিল এ প্রণয়-পাশে,
ছাড়িল কায়ায় সহাস অধরে !

(৯)

আহা ! বনবাসী রাজার নন্দিনী,
রামের ঘরণী, কি দুখ-ভাগিনী,
প্রণয়ের তরে বিপিন-বাসিনী ;
প্রণয়ে কি সুধা আছে রে !

(১০)

হায় ! কে রচিল এ প্রেম সুধা,
নাশিতে প্রণয়ি-চকোর-ক্ষুধা ?
সে জন সামান্য নয় রে নয় !
গাও না প্রেমেতে তাঁহারি জয়।

(১১)

হায় ! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী,
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি,
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার,
এমন প্রণয় নাই রে আর !

(১২)

এ প্রেমের সনে কভু হয় কি তুলনা
শঠের প্রণয় যাহা জল-আলিপনা ?
সৌদামিনী-প্রেম যথা নব ঘন সনে রে !

সোহাগে তুলিয়ে বুকে, ক্ষণেক নাচায় সুখে,
ক্ষণ-পরে করে তা'রে বিদূরিত ঘন রে !

(১৩)

যেমন বালক খেলনা লইয়ে হরিষে মাতিয়ে,
আদর করিয়ে শেষে ফেলে' দেয়,শেষ না বুঝিয়ে.
তেমনি শঠের প্রেম রে !
এ প্রেম-তুলনা ধরাতে কতই রেখে গে'ছে
কত নর রে !

(১৪)

বন-সুশোভিনী শকুন্তলা-লতা ;
দুষ্মন্ত তাঁহারে দেখে' পল্লবিতা
প্রণয় উদ্যানে আনি' রোপিল সাদরে রে ;
ছি ! ছি ! মুকুল উদ্যমে, কি লজ্জা বিষম,
(হায়) তাঁ'রে "চিনি না" বলিল শঠ্ অকাতরে !

(১৫)

হায় ! কে রচিল এ প্রেম-সুধা ?
কে দিল তাহাতে বিরহ-ক্ষুধা ?
এ অমৃতে কে বা দিল হলাহল ?
শঠের প্রণয় মাখাল্ ফল ।

(১৬)

হায় ! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী,
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি,
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার,
এ প্রেমের কাছেতে জীবন ছার ।

(১৭)

প্রণয়ের লাগি' সমর-অনল
জ্বলি' কত রাজ্য গেল রসাতল,
কত বীর-দল আহুতি' জীবন,
ভাসাইল ধরা রুধির-ধারে।

(১৮)

আহা! নল-রাজে ল'য়ে বন-মাঝে,
বৈদর্ভী পশিল কাননে অব্যাজে,
নিদ্রিতা রমণী বনে একাকিনী
ত্যজি' পলাইল পাষাণ-অন্তরে।

(১৯)

হায়! কে রচিল এ প্রেম-সুধা,
নাশিতে প্রণয়ি-চকোর-ক্ষুধা?
সে জন সামান্য নয় রে নয়!
গাও গাও প্রেমে তাঁহারি জয়।

(২০)

হায়! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী,
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি,
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার;
এমন প্রণয় নাই রে আর!



মধ্যাহ্নে চিন্তাতুরা।

উত্তপ্ত ধরণী ঘোর মধ্যাহ্ন-সময়।
তেজস্বী তপন-মূর্ত্তি খর-কর-ময়।
প্রকৃতি-গম্ভীর-ভাব করি' বিলোকন
সভয়ে নিস্তব্ধ যেন পশু-পক্ষিগণ।
এ হেন সময়ে হায়! চিন্তাতুর মন
করে যে কেমন, তাহা জানে কোন্ জন?
জীবন-তরণি যা'র সংসার-সাগরে।
সুখ-ভরা * * * * সুস্থ কলেবরে
যাপে' দিন সুখে হায়! জানে কি সে জন
এ সংসারে চিন্তা-বায়ু কিরূপ ভীষণ?
সুখে তুলি' সুখ-পালি তরুণী জীবন-
তরি করয়ে চালন্, সে কি জানে
দুঃখ-ঝঞ্ঝা কিরূপ ভীষণ?
জানিবে সে কিসে বিষ-যাতনা কেমন,
ভুজঙ্গ ভীষণ যা'রে করেনি দংশন?
জানে সেই হতভাগ্যা * * সম যা'র।
জীবন-তরণি দুখে ভাসে অনিবার।
* * নক্রে তরণির কাণ্ডারে ঘেরে'ছে।
চিন্তা-বায়ু-ভরে তার তরণি কাঁপি'ছে।
কে তুলিবে সুখ-পালি কাতর কাণ্ডারী;
নিরাশা-করকা-পাতে ভাঙ্গে বুঝি তরি!!

উত্তপ্ত ধরণী ঘোর মধ্যাহ্ন-সময়
তেজস্বী তপন-মূর্ত্তি খর-কর ময়।
বহি'ছে মধ্যাহ্ন-বায়ু জ্বলন্ত অনল
সকাতরে কপিঞ্জল করে জল জল।
খর-রবি-করে পাখী হইয়া অস্থির,
একান্ত কাতরে ডেকে' পেলে ঘন-নীর।
চাতকিনী ডেকে' ডেকে' পূরিল তো আশ,
তবে আমি হতভাগ্যা হ'ব না নিরাশ!
না দিলে উত্তর পাখী! চলে' গেলে বাসা!
পূর্ণ তব আশা, হ'ব আমি কি নিরাশা?
রমণীর বাঞ্ছনীয় বসন ভূষণ
করিতে কি পারে কভু চিন্তাপনয়ন?
নিকুঞ্জ-তমালে পিক-মধুর-নিস্বন
করিতে কি পারে তব মন বিমোহন?
বিজন-বিটপি-বাসি-বিহঙ্গ-সঙ্গীত
করিতে কি পারে ক্ষণ, প্রাণ পুলকিত?
হায়! চির-সাধনীয় * * * *
হেন বিনা কিবা করে মানস-রঞ্জন?
রবি-করে সরোবরে প্রফুল্লা নলিনী,
হেরে' কি মনেতে সুখ পায় অভাগিনী?
আহা! তা'র সুখ-রবি * * রাহু-করে,
দেখে' হৃদি-পঙ্কজিনী শুষ্ক সরোবরে।
যবে মুক্ত হ'বে রবি রাহু-কর হ'তে
ফুটিবে হৃদয়-পদ্ম সুখ-সরসীতে।

এ সব ভাবিতে হায়! ভাবনা-অনল
জ্বলিল দ্বিগুণ, হৃদি হইল বিকল,
জ্বলে যথা হোমানল, হবির মিলনে,
জ্বলিল চিন্তার-অগ্নি, আশা পরশনে।
ছট্ ফট্ করে প্রাণ হয় বা বাহির,
কি করিবে কোথা' পা'বে শান্তি-সুখনীর।
উত্তপ্ত ধরণী ঘোর মধ্যাহ্ন সময়
তেজস্বী তপন মূর্ত্তি খর-কর-ময়।
এ হেন সময়ে হায়! চিন্তাতুর মন
করিতে সুস্থির আছে কি দ্রব্য এমন?
বিনা সে করুণাময়-করুণা-বর্ষণ
পায় কি অমৃত শান্তি দুখ-দগ্ধ মন!

গীত।

বালিকা কলিকা অন্ত, বিভু! কেন হে করিলে,
স্ফুটিত যৌবন-করে কুসুমেরে শুখাইলে?
কত চিন্তা-কীট আসি', হইল হৃদয়-বাসী,
নাশিল সৌরভ-রাশি দুর্গন্ধ দুঃখ-অনিলে।

বাল্যকাল ও বালিকা।

সুখের বালিকা-কাল! কে তোরে সৃজিল
বল দেখি রে আমায়,
সাজালে চাঁদেরে কে বা কৌমুদী-ভূষায়!

কুসুমে সৌরভ-রাশি, বালিকা-বদনে হাসি,
এই কান্না পুন হাসি ভাবি পুনরায়
ভাসি নয়ন-ধারায়।
সেই না স্বজিল পুন যৌবনে চিন্তায় ?
করিলা কলঙ্কী কে রে পূর্ণিমা-নিশায়
বল দেখি রে আমায়,
(কুসুমে কীটের বাস তাঁহারি ইচ্ছায় !)
কিবা সুখ কিবা দুঃখ সতত সানন্দ মুখ
ক্রীড়া-রসে ভরা বুক আহ্লাদে মগন
হায় ! ছিল রে তখন !
(কি সুখে মগন তুমি বালিকা এখন ?)
আনন্দে বিভোর খেল ল'য়ে সঙ্গিগণ
দেখিতেছ ঊর্দ্ধমুখে নক্ষত্র-গগন,
পুন ছুটিলে কেমন !
ঐ যে একটি তারা দুইটি এখন,
দেখিতে দেখিতে হ'ল অসংখ্য-গণন
খেল হরিষে মগন।
(হ'তে সাধ হয় পুন তোমার মতন !)
বল রে নবীনা বালা ! এমন বাল্যের লীলা,
ছাড়িতে এ ধুলা-খেলা—কাদার গঠন—
বল হয় কি মনন ?
ত্যজে এ বাল্যের সঙ্গী মোহিনী-মোহন
বাসনা কি হয় তব কিছু রে এখন
সুখ-শৈশব-জীবন !

ত্যজে' ওই সুখ-ভরা বালিকা-জীবন
বাসনা কি কর তুমি অমূল্য রতন,
দুঃখ জ্ঞান উপার্জ্জন,
চাও কি ত্যজিতে ওই নবীন গগন ?
নাহি চন্দ্র নাহি তারা, কিন্তু কৌমুদীতে ভরা
উজ্জ্বল মধুর ওই নীলিমা কেমন
সুখ নবীন জীবন !
বাসনা কি হয় হ'তে যুবতী এখন(বলরে আমায়!)
তা হ'লে তুলনা করি, ভাবি পুনরায়,
গত, বর্ত্তমান—হায় !
বল রে অজ্ঞান বালা ! কি সুখ-আশায়,
ত্যজিবারে সাধ ওই চাঁদিমা নিশায়
হায় ! কি সুখ-আশায় ?
(এ সুখ জীবনে আর ঘটিবে না হায় !)
হায়! কিসুখ-আশায় ত্যজিবারে চাও ঐ গিরি-প্রস্রবণ,
কি সুখ-আশায় ত্যজিবারে চাও ঐ প্রমোদ-কানন
চরে কুরঙ্গী জীবন ?
কি লাগি' ত্যজিতে চাও জননীর স্নেহ-সুধাময়,
কি লাগি' ত্যজিতে চাও সখীর প্রণয়,
নিত্য নব ক্রীড়াময় ;
কি লাগি' ত্যজিবে বল পিতার আদর-সুধা বরিষণ
অমল অমরাবতী, পবিত্র নন্দন, সুধাংশু-কিরণ,
যে শীতলে জীবন ?
(আহা ! এ অতুল-সুখ-কৌমার জীবন)

স্বভাব-শোভিত ওই গহন সমান, পিতার ভবন,
স্বাধীনতা, শান্তি যথা করে বিচরণ,
খেলে কুরঙ্গী জীবন ;
নাহি চিন্তা কোন ভয় অন্তরে তাহার,
সঙ্গি-সঙ্গে রঙ্গ-ভঙ্গে খেলে অনিবার,
হেন পাবি না রে আর !
কি হেতু ত্যজিবে বল সোদর-বদন
বিকসিত পদ্ম-সম মধুর কেমন,
হাসি-সুধা-প্রস্রবণ !
জিজ্ঞাসি আবার বালা ! জিজ্ঞাসি আবার,
কি সুখে ত্যজিতে চাও এ সুখ-সংসার,
হায় ! জিজ্ঞাসি আবার ;
(ছিনু বালা, সাধ যেতো গৃহিণী-আচার !)
—"হাঁপায়ে হাঁপায়ে উঠি, তবুও যাই'ছ ছুটি',
অতুল সুখ-সাগরে দিতেছ সাঁতার ;
কিবা আনন্দ অপার !
(সুখেতে মুখেতে হাসি ধরে না তোমার !)
হায়! তোমার মতন হ'তে সাধ যে আবার করেরে আমার
পেতে' তরল চঞ্চল ওই হৃদয় তোমার,
নিরমল সুখের আধার !
কি সুখে ত্যজিতে চাও অনন্ত গগন ?
কি সুখে ত্যজিতে চাও অনন্ত পবন ?
তাই ভাবি রে এখন !
কি সুখে ত্যজিতে চাও এ সুখ-আহ্লাদ ?

এখন চাও না পরে করিবে বিষাদ
হৃদয়ে উদিবে যবে জ্ঞানের তপন,
সুখ ছায়া-ইচ্ছা যবে করিবেক মন,
ওরে বালিকা! তখন!
তখন পড়িবে মনে এ সুখ-স্বপন,
বালা রে কোমল মুখ মধুর কেমন!
আর পাবে না এমন!
সুখ, দুঃখ, জ্ঞান-চিন্তা বিষম যৌবন!
অতি বিষম যৌবন!!

সুখের সীমা।

ওহে সুখ! সীমা তব আছে কি ধরায়?
"সুখ-সীমা" বলি' সদা সকলেই গায়!
কিন্তু আজি ধরি আমি কলঙ্ক লেখনী,
হায়! সুখ-সীমা আছে বলিব এখনি।
চিত্রিত মোহিনী মূর্ত্তি বাসনা পটেতে,
যখন উদয় হও হৃদয়-গৃহেতে,
হেরে' সে মধুর ছবি ভুলে' যায় মন,
ভাবী সুখ ওলো তোরে ভাবি অনুক্ষণ।
কতই সুন্দর দেখি আশার নয়নে,
তব সহবাস-আশা করি প্রতিক্ষণে,
আশা-ভঙ্গ হ'লে কত দুঃখ পাই মনে,
অনিবার অশ্রু কত পড়ে যে নয়নে;

ভাল নাহি লাগে মার মধুর বচন,
ভাল নাহি লাগে পিতৃ-স্নেহ-সম্ভাষণ,
জুড়ায় না মন হেরি' সুতের বদন,
কিছুই লাগে না ভাল তোমার কারণ।
সকলি ত্যজে'ছি আমি তব রূপ-ধ্যানে,
পাগল হ'য়েছি প্রায় তোমার কারণে ;
হতভাগ্যা ভাবি' মিথ্যা পে'য়েছি বেদনা,
চেতনা হ'য়েছে দেখি' তব বিবেচনা,
হায় হায় ! অকারণ হ'য়েছি পাগল,
অনুতাপানল এবে জ্বলি'ছে কেবল ;
এত যে মধুর বস্তু ত্যজে' এক কালে,
মুগ্ধ হ'য়েছিল তব বদন-কমলে,
হেরিতে জীবনাবধি ও রূপের বিভা,
অনিত্য মোহেতে মুগ্ধ হ'য়েছিল যেবা,
হায় ! তা'রে ওই তব মোহিনী মূরতি।
প্রথমেতে এক বার দেখা'লে যেমতি,
তেমন নয়নে আর নাহি দেখি কেন,
কোথায় লুকা'লে সেই মধুর আনন ?
মনোহর গিরি-গর্ভ ত্যজি বিষ-জ্ঞানে,
ভ্রমেছিল নৃপ-সুত তব অন্বেষণে,
হেরিতে তোমার রূপ হইয়া পাগল,
ভ্রমেছিল "রাসেলাস্" ধরণী-মণ্ডল।
কিন্তু হায় ! না পাইয়া তোমার সন্ধান,
ফিরিল হতাশে বাসে বিষাদিত প্রাণ।

হায়—মরীচিকা! তুই এ ভব-সংসারে;
বৃথা মোহে অন্ধ নর তোর লাগি' ফিরে,
যে সুখ অসীম ব'লে হয় আগে মনে,
দেখে' সে সুখের সীমা দহে মনে মনে।

সাগর-পারে।

কে কামিনী একাকিনী রজনী গভীরে?
দুই করে শির ধরি'
ভাসি'ছ সুর-সুন্দরি!
অবিরল, মরি মরি, নয়ন-আসারে,
অতল সুদূর ভীম জলধির পারে!
নিশীথ সময়ে সবে ঘুমে অচেতন,
প্রশান্ত ধরণী-তল,
সুস্থির সাগর-জল,
প্রকৃতি-সুন্দরী এবে মুদিত-নয়ন।
এ সময়ে বিষাদিনী এ বিরলে বসি,'
ব্যাকুল করিয়া প্রাণ,
গাই'ছ দুঃখের গান,
এ নির্জ্জনে একাকিনী কে তুমি রূপসি!?
মধুর মুরজ বেণু বাঁশরীর ধ্বনি,
সুতানে উঠিল ধীরে
চলিল সমীর 'পরে,
শ্রবণে পশিয়া করে ব্যথিত অন্তরে।

নিশীথে বংশী-ধ্বনি।

কেন প্রাণ কাঁদে বাঁশী! ও-তোর মধুর তানে?
উদাস হইল প্রাণ তোর স্বর পশি' কানে।
"ডাকে না মুরলী-ধারী, নহি রাধা ব্রজেশ্বরী"
তবে কেন চিত-হারা মন নাহি গৃহ-পানে,
মাতিল মোহিল প্রাণ কাঁদিল কেন কে জানে?
ইচ্ছা হয় পাখী হ'য়ে গৃহ ত্যজে' যাই
কৌমুদী-হসিতাকাশে উড়িয়া বেড়াই
কিম্বা ওই স্বরে মিশি' বিচরি নীল গগনে।

শারদীয় উৎসব।

(১)

আজি এ নিস্তেজ মলিন ভারতে
কেন রে উৎসাহ-তরঙ্গ ছুটে?
কেন রে ভারত-বাসীর বদনে
আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠে?

(২)

এ হেন শরৎ-চাঁদের মাধুরী
তাহাকেও আজ্ মলিন করে'
সোণার ভারত সোণার কিরণ
কেন রে আবার ছড়ায় ফিরে'?

(৩)

সবে উৎসাহিত, সবে হরষিত—
বাল বৃদ্ধ যুবা তরুণী কিবা—
সবারি অন্তর আশয়েতে ভরা
সবারি বদনে সুখের বিভা!

(৪)

কি হেন রতন দুঃখিনী ভারত
পাইলা সহসা ঘুচিল দুখ;
কি সুখ আশায় মায়ের আবার
হরষ হইল মলিন মুখ?

(৫)

এল কি আবার সে সুখের দিন
সে সব তনয় এল কি ফিরে?
ঘুচা'তে মায়ের দারুণ শৃঙ্খল
ভীম-বাহু ভীষ্ম আইল কি রে;

(৬

অথবা সে বীর শ্রুতি-পরশিত
নয়ন-যুগল আননে যা'র
করেতে গাণ্ডীব ধনু-কুল-রাজ
পৃষ্ঠেতে অক্ষয় তুণীর-ভার?

(৭)

কিম্বা যেই বীর রোষ-পরবশে
নিঃক্ষত্রিয়া ক্ষিতি করিলা হেলে

দেখা দিতে হায়! কাতরা মাতায়
পুনঃ কি সে বীর আইল ফিরে' ?

(৮)

ছি ছি বঙ্গবাসী! অলীক স্বপন
কি দেখি'ছ মিছা হায়—কি জ্বালা!
দেখ রে চাহিয়া উদিতা ভারতে
ভবেন্দ্র-মহিষী নগেন্দ্র-বালা।

(৯)

পূজিবে ভারত, জগত-জননী
পূজিবেক ধনী সারদা-পদ
পূজিবে মায়েরে গৃহী মধ্যবিৎ
যাহার যেমতি আছে সম্পদ।

(পূর্ণ কোরস।)

(১০)

এস এস বঙ্গে এস গো সারদে!
গিরীন্দ্র-দুহিতে, ভবেন্দ্র-রাণি!
বৎসরেক পরে, উমা মা! এলে ঘরে;
দেখে' আনন্দে হাসি'ছে গিরি-রাণী।

(১১)

হাসিতেছে সুখে গিরীন্দ্র ভূধর—
পাষাণ-অন্তরে স্নেহের নির্ঝর
বহি'ছে পার্ব্বতী তটিনী।

(১২)

এস এস বঙ্গে এস গো সারদে !
গিরীন্দ্র-দুহিতে, ভবেন্দ্র-রাণি !
প্রেমানন্দে ভাসি' হাস গিরি-বাসী !
প্রভাত হ'য়েছে বিষাদ-রজনী।

(১৩)

দুঃখ-অমানিশা হইয়াছে দূর,
আজি সুখে ভরা এই গিরি-পুর ;—
ষষ্ঠীর বোধনে আনন্দ প্রচুর—
গিরি-পুরে গৌরী কনক-বরণী।

(১৪)

শিখি-ধ্বজাসনে কুমার সুন্দর,
বীরের প্রবর—নিজে বিঘ্নহর,
কমল-আসনে কমল-পাণি।

(১৫)

দেখ পদ্মাসনে পদ করিয়া অর্পণ,
মৃদুল মৃদুল মধুর নিক্কণ,
মোহিত করিয়া গিরি-বাসিগণ,
গাহিছেন বাণী বিভাস রাগিণী।

(১৬)

উঠ বঙ্গবাসী ! সপ্তমীর শশী
হাসিতেছে সুখে কিরণ বিকাশি' ;

মুখে মৃদু হাস, বিকাশিয়া কাশ,
ঐ দেখ দেখ, শোভি'ছে ধরণী!

(১৭)

পথে ঘাটে মাঠে পড়ে' গেছে ধুম্
কাহারও বিরাম নাইক আর—
যাহার যে কাজ করে সবে ত্বরা
"পূজা পূজা" বাণী মুখেতে সবার।

(১৮)

প্রভাত না হ'তে শিশুরা সকলে
মধুর হাসির লহরী তুলে'
"চল ভাই! যাই ঠাকুর দেখিগে"
বলিয়া ছুটিল খাবার ফেলে'।

(১৯)

মনের হরষে নাচিয়া বেড়ায়
পূজার সময় পোষাক হইবে,
"মা বলে'ছে ভাই! মোদের আবার
পশমের জুতা বুনিয়া দেবে।"

(২০)

দেখ, চিত্রকর ধনেশের সম
মায়েরে কেমন সাজায় মরি!
সুবর্ণ-বরণ চরণ-কমলে
দিতেছে অলক্ত তুলিকা ধরি'।

(২১)

রাজমিস্ত্রী যত করে ছুটাছুটি
করি'ছে চূণকাম বাবুর বাটী ;
পূজার সময় শোভিবে প্রাসাদ
যেন নিরমল স্ফটিকের কাঠী !

(২২)

কোথাও পাদুকা গঠে চর্ম্মকার
দর দর স্বেদ ললাটে ঝরে ;—
পূজার বাজার—হ'য়েছে ফরমাস
জুতা দিতে হ'বে অনেক ঘরে।

(২৩)

কিঙ্খাপ, সাটিন, সিল্ক, গর্‌ণেট্‌
সূচিজীবী যামা তৈয়ার ক'রে
ঝুলায়ে রেখেছে দু'ধারে দোকানে
ভুলে যা'বে বাবু গঠন হেরে' !

(২৪)

হ'লে মনোমত ল'বে দুনা দরে
পূজার সময় ব্যাপার হয় ;
এ সময় যদি নাহি হ'বে তবে
সংবৎসর-আশা কোথায় রয় ?

(২৫)

ফল, মূল, ইক্ষু, শাক, পাতা, ফুল
বেচিতেছে মূল্য দ্বিগুণ করি';
মায়েরে পূজিতে কিনিবে ধ্বনিতে
এ সময়ে লয় ব্যাপার করি'।

(২৬)

হেথা অন্তঃপুরে মহিলা-মণ্ডলে
বাছি' বাছি' কিনে নূতন শাটী—
জরি, বারাণসী, শান্তিপুরে, ডুরে
লইয়া তাঁতিনী চলি'ছে ছুটি'।

(২৭)

কোন বা সুন্দরী কিনে নীলাম্বরী
গোরা গায়ে কাল শোভিবে ভাল;
নিবিড় নীরদ-মাঝারে যেমন
ঝলকে ঝলকে দামিনী-আল!

(২৮)

কোন নিতম্বিনী কিনে * *
(তা'রে) পরিহাসে সখী মধুর স্বরে;
ঈষৎ হাসিয়া বলে "কাজ নাই"
রাগ করি' প্রিয়-সখীর 'পরে।

(২৯)

জজকোর্ট হ'তে কেরাণী অবধি
দাসত্ব-শৃঙ্খল ঘুচিয়া গেছে
মনের হরষে যত বঙ্গবাসী
বিশ্রস্ত আলাপে ক' দিন আছে ।

(৩০)

দু' দিন আসিয়া জগত-জননি !
ঘুচালে ভারত-দাসত্ব-ভার
আদ্যা শক্তি ও মা ! এ চির-দাসত্ব
ঘুচা'তে কি শক্তি নাই তোমার ?

(৩১)

সংবৎসর-পরে পূজার সময়
হ'বে ছুটি আছে এই আশা করি' ;
সে আশে নৈরাশ করি'ছে কোম্পানি
পূজার হরষ লই'ছে হরি' !

(৩২)

দেখ দেখ—ওই কত বা মানব
হস্তে ব্যাগ ব্যস্ত ইষ্টেসন্-মাঝে
ভাবে কত ক্ষণে হইবে সময়
ঘন ঘন ঘড়ী খুলিয়া দেখি'ছে ।

(৩৩)

স্থবিরা জননী আছে পথ চেয়ে
হেরিবে কথন বাছার মুখ ;

হায় ! বৎসরেক যাইল কাটিয়া
পাষাণে বাঁধিয়া আছয়ে বুক।

(৩৪)

আহা ! বিধুমুখী মলিন বদনে
ফেলে অশ্রু-জল গবাক্ষে বসি'—
আজি ষষ্ঠী, কেন প্রাণেশ এল না,
ভুলে'ছে কি নাথ দুখিনী দাসী ?

(৩৫)

বাজিল বাজনা কাড়া, ঢাক্, ঢোল,
সানাই, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, কাঁশি ;—
দ্বিজগণ চণ্ডী পড়ি'ছে গম্ভীরে
ব্রাহ্মণে যোগায় কুসুম-রাশি।

(৩৬)

বাজে শঙ্খ ঘণ্টা জ্বলে ধুপ ধূনা
সৌরভেতে গৃহ পূর্ণিত করি'
পূজে বঙ্গ-বাসী জগত-জননী
দিয়ে' জবা রাঙ্গা-চরণোপরি।

(৩৭)

সীমন্তিনী ধরি' সিন্দূর সীমন্তে
লইয়া কুসুম কোমল করে
ভকতি-ভরেতে দেয় পুষ্পাঞ্জলি
নগেন্দ্র-নন্দিনী-চরণ 'পরে।

(৩৮)

যে ভারতে কুন্তী সুবর্ণ-কুসুমে
পূজিলা শঙ্কর হরষ-ভরে
সে ভারতে ওমা গলিত কুসুম
দেয় ও আরাধ্য চরণোপরে!

(৩৯)

এলো কেশে অয়ি সরলা সুন্দরী
জুড়ি' পাণি দুটী মায়ের কাছে
"দেহি মে ভাগ্যং ত্বং, দেহি মে ঈশানি!"
কি ভাগ্য মাগি'ছ ভারত-মাঝে?

(৪০)

প্রধান দাসত্ব পা'বে তব সুত,
হ'বে দাস মাতা স্বাক্ষরে দাসী;
দাসত্ব করিয়া ফিরিলে তনয়
গরবে হাসিবে সুখের হাসি।

(৪১)

এ সৌভাগ্য-ভিক্ষা অন্তরীক্ষে থাকি'
শুনে যদি কুন্তীভোজের বালা
ঘৃণিবেক ছি! ছি! ভাবিবে কি মনে
এইত দুর্ভাগা বঙ্গ-মহিলা।

(৪২)

হ'বে রাজ-মাতা বাসনা করিয়ে
পূজে'ছিলে হরে ভারত-মাঝে
হে সৌভাগ্যবতি পাণ্ডব-জননি !
সে সুখের দিন ফুরায়ে গে'ছে।

(৪৩)

পূজে'ছিলে দেবি ! সুবর্ণ-চম্পকে
যে ভারতে তুমি মহেশ-পদ—
সে ভারতে আজ্ পূজি গো শঙ্করী
গলিত কুসুমে নাহিক সম্পদ।

(৪৪)

মা গো মা ! এই যে সুবর্ণ-কুসুম
রেখে'ছি যতনে কবরী 'পরে
পূজিব এ ফুলে ও পদ-কমল
দিবে কি আবার সে দিন ফিরে ?

(৪৫)

ত্রেতা-যুগে রাম নীল-কমলাখিঁ,
হারা'য়ে কমল তোমার ছলে
নয়ন-কমল উৎপাটন করি'
গিয়াছিলা দিতে পদ-কমলে।

(৪৬)

শিরে জ্বালি' ধুনা হৃদয়-শোণিত
দিয়ে' তব পদ পূজি গো সতী!
রামের বাসনা পূরালে জননি!
নিঠুরা কেবল মোদের প্রতি ॥

(পূর্ণ কোরস্।)

(৪৭)

এস এস বঙ্গে, এস গো সারদে!
গিরীন্দ্র-দুহিতে, ভবেন্দ্র-রাণি!
বৎসরেক পরে, উমা মা! এলে ঘরে;
দেখে' আনন্দে হাসি'ছে গিরিরাণী।

(৪৮)

হাসিতেছে সুখে গিরীন্দ্র ভূধর—
পাষাণ-অন্তরে স্নেহের নির্ঝর
বহি'ছে পার্ব্বতী তটিনী।

(৪৯)

এস এস বঙ্গে এস গো সারদে!
গিরীন্দ্র-দুহিতে, ভবেন্দ্র-রাণি!
প্রেমানন্দে ভাসি' হাস গিরি-বাসী!
প্রভাত হয়ে'ছে বিষাদ-রজনী।

এ কি ভালবাসা !

সখি ! এ কি ভালবাসা !
এ কি ভালবাসা রে এ কি ভালবাসা !
করে না আমার মন তা'র প্রেম-আশা,
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায় ! এ কি ভালবাসা !

চাহে না রসনা তা'রে করিতে সম্ভাষা
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায় ! এ কি ভালবাসা !

চাহে না শুনিতে শ্রুতি, তারি মিষ্ট ভাষা,
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায় ! এ কি ভালবাসা !

বাসে না হইতে মন, তা'র ভালবাসা
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায় ! এ কি ভালবাসা !

নাহিক তাহার প্রতি, মম ভালবাসা,
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায় ! এ কি ভালবাসা রে—
এ কি ভালবাসা !

কর্ণের প্রতি ভীষ্মের উত্তেজনা-বাক্য

এ কি কর্ণ! হেন ভাব কেন তব আজ,
একাকী শিবিরে কেন বসিয়া আরুণি ?
কোথায় জীবন-সখা, কুরু-কুল-পতি
তব প্রিয় দুর্য্যোধন, যেই মহাভাগ
মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া তোমা' না থাকে কখন
(এক বৃন্তে দু'টী ফুল যেমন গহনে)
হায় হে! তাহারে তুমি ঘোর রণ-স্থলে—
বিদরে হৃদয় ; বীর! দেখে' তব কায়—
দুর্জ্জয় পাণ্ডব-করে অর্পিয়া কি করে'
আছ হে বীর-কেশরী! নিশ্চিন্ত হইয়া ?
যথা অর্পে—মৃগ-রাজ—করিণী-শাবক
লয়ে' বনে কেশরীরে, অথবা তোমারে,
বীর! বৃথা ভৎর্সি আমি ; বৃষকেতু-শোকে,
আজ তুমি হে অধীর। অপত্য-সমান
স্নেহ নাহি পৃথিবীতে ; হায়! সেই সুত,
তব সমরে পাণ্ডব মরি' বধিয়াছে আজি,
উঠ বীরসিংহ! নহে বীরোচিত ইহা,
শোকের সাগরে, বিসর্জ্জিতে বাহু-বল
সমর-সাগর-তরি অসি ; আর ওই
সাহস-কাণ্ডার, কালি মেরে'ছে পাণ্ডব—

দর্প করি' সুতে তব ; আজি যদি তোমা'
দেখয়ে অধীর, এত বিপদে কাতর,
বাড়িবে দ্বিগুণ বল, বীর ফাল্গুনির,
আসিবে অর্জ্জুন, চিরেপ্সিত ; শত্রু-নাশ-
করিতে সদর্পে ; বিপদে কাতর হয়ে'
হে বীর-কেশরী ! শৃগালের করে প্রাণ
অর্পিবে কেমনে হায় ! কাপুরুষ মত ?
উঠ বীর ! শীঘ্র, ধর—হস্তে, ধনুর্ব্বাণ ;
সাহস হৃদয়ে ; কক্ষে ধরি' ভীম কুম্ভ
উঠ হে কৌন্তেয় ! বিসর্জ্জহ মনস্তাপ
কৌন্তেয়-রুধিরে।

নদীর প্রতি।



শুন ওলো নদি ! তুমি সতী এ কি রীতি হেরি ?
পতি তব বিদেশেতে, তুমি যাও সাগর-পাশে।
না সম্ভাষ তুমি কা'রে শুনে'ছি সুন্দরি !
চক্ষু কর্ণে বিবাদ ঘুচিল আজ হেরি',
সতী বলে' সবে—যশে, কবিরা তোমা' প্রশংসে,
'সতীত্ব দেখা'লি ভাল শেষেতে তটিনি !

কূলে দিয়া জলাঞ্জলি নারী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জিলি ;
অতল-কলঙ্ক নীরে ওলো প্রবাহিনি !
মলয়-পবন-স্পর্শে, উথলি' উঠি'ছ হর্ষে,
কল-নাদে সম্ভাষি'ছ অঞ্জনা মণি,
এই কি সতীত্ব তব ? ধিক্ লো তটিনি !
করো না সতীত্ব-গর্ব্ব আর ওলো ধনি !
নগেন্দ্র-নন্দিনী তুমি, রত্নাকর তব স্বামী
কি জন্যে বল লো ধনি ! বারিধি-প্রিয়ে !
শত-সূর্য্য-প্রভা জিনি' অতুল্য সতীত্ব-মণি
তুচ্ছ-জ্ঞানে বিলাইলে অসতী হইয়ে।
ছি ছি ক্রোধে জ্বলে দেহ তোরে রে দেখিয়ে ?
মুখে মধু, হৃদে বিষ—স্বামীরে কর হরিষ,
সতী বলে' জানাইয়া হায় প্রবাহিনি !
এই কি সতীত্ব তব ? ধিক্ লো তটিনি !
বক্ হ'য়ে বলা'স্, কিসে রাজ-হংসিনী !
খদ্যোতের চন্দ্র-খ্যাতি-আকাঙ্ক্ষা যেমনি
অসতীর সতী-যশ-ইচ্ছাও তেমনি।

দীনবন্ধু অস্তাচলে ! ! !

হায় ! কি শুনি কি শুনি, এ কি নিদারুণ বাণী
দংশিল হৃদয়ে যেন শত কাল ফণী
"দীনবন্ধু গত" হায় ! এ বারতা ভীষণ
শেল সম আঘাতিল আমাদের মন ।
হায় কোথা গেলে কবি ভারত আঁধারি'
তোমা' হীন বঙ্গ আহা সহিতে না পারি ।
হা কবি-রতন ! ওহে ভারত-রতন !
দীনবন্ধু, গুণসিন্ধু, ফণি-শির-ধন !
কোথায় আছ হে কবি ! ভারত কাঁদা'য়ে,
না দেখে' তোমায়, দুঃখে পোড়ে বঙ্গ-হিয়ে ।
হায় গো ! অভাগ্যবতী ভারত-জননি
কাল-রাহু গ্রাসিল গো তব দিনমণি !
এই না সে দিন কবি শ্রীমধুসূদন
মধু-হীন করি' বঙ্গ করেন গমন ?
এখনো তাঁহার শোকে বঙ্গবাসি-মন
র'য়েছে বিহ্বল ; আজ(ও) হয়নি চেতন ।
আবার এই যে মাতা কবি-চূড়ামণি
দীনবন্ধু গেল চলে' করি' অনাথিনী !
হ'লো রে হ'লো রে প্রায় কবি-কুল শেষ,
দুঃখিনী ভারত ! পর—কাঙ্গালিনী বেশ ।
কোথায় আছ হে কবি ! ত্যজে' সুত, দারা ?
—মরি হে তা'দের দুঃখে ফাটে বুঝি ধরা !—

আহা মরি প্রণয়িনী পবিত্র প্রণয়
ভুলিলে কেমনে তুমি কবি সদাশয়!
ওহে কবি! সন্তানের স্নেহ সুধাময়
কেমনে ত্যজিলে হায়! হইয়ে নির্দ্দয়?
হে কবীন্দ্র! তব গুণ বাণ-সম প্রায়
বিন্ধিতেছে শোক তীক্ষ্ণ-ধারে আজ হায়!
উপদেশ-সার কত গ্রন্থ মধুময়
করে'ছ রচনা তুমি কবি সদাশয়!
হে কবি! লেখনী তব হাস্যের আধার;
হাসি-মাখা গ্রন্থ মোরা না পড়িব আর।
করুণ রসের সীমা ধর্ম্ম-প্রদর্শন,
কে রচিবে নাটকেন্দ্র সে "নীলদর্পণ,"
"সুরধুনী" মনোহরা সুধা-বিমোহিনী,
"সধবার একাদশী" মাতাল-গঞ্জিনী,
সুললিত মধুমাখা ললিত মোহিনী
"লীলাবতী" কে রচিবে "নবীনতপস্বিনী"!
"সস্নেহ প্রদত্ত নগ মোহিনীর করে"
বলে' গ্রন্থাবলি আর কে দিবে সাদরে!
হায়! আর কে বর্ণিবে কুন্তল সম্পার
"জলধি অসিত জলে সিত পোত হার।
"তা নয় তা নয় সম্পা বলি পুনর্ব্বার,
"হৃষীকেশ কোলে যেন বাণীর বিহার,
"এবার বলিব ঠিক্ পরিহরি' ভুল,
"সম্পার কুন্তলে যেন ধুতূরার ফুল।"

হায় ! হায় ! কবিবর ! তব শোকানল
জ্বলিতে রহিল শীঘ্র নহিবে শীতল।
ওহে কবি ! তোমার এ বিষময় শোক,
ভুলিতে নারিবে শীঘ্র বঙ্গ-বাসী লোক।
"গিয়াছ হে মহাশয় ! অমর-ভবনে,
মিলিয়াছ তথা' গিয়া কবি 'মধু'-সনে।
যাঁহার সুকাব্য-সুধা হায় ! করি' পান
পরিতৃপ্ত হ'য়েছিল পাঠকের প্রাণ।"
কহি'ছ কি কবিবর! তাঁ'রে তথা, গিয়া
"বঙ্গের সৌভাগ্য শেষ" কবি হারাইয়া ;—
কিম্বা কাব্যফুলহার গাঁথিয়া দু' জনে
আমোদিত করিতেছ অমর-ভবনে ?
এস বঙ্গে ফিরে পুন, কবি-কুল-সার !
জুড়াও হে বঙ্গে ঢালি' কাব্য-সুধাধার।
যত দিন রবে বঙ্গে গ্রন্থ-অধ্যয়ন
তত দিন তব নাম থাকিবে স্মরণ॥

তপোবন।

(১)

আহা ! কি সুন্দর হের তপোবন
সুখ-নিকেতন ধরণী-মাঝে,
কোমল বিটপী নয়ন-রঞ্জন
ললিত লতিকা তাহাতে সাজে !

(২)

শাখি-শাখে বসি' বিহগ বিজনে
বিভুর মহিমা কীর্ত্তন করে
তান, লয়, রাগে পূরিয়া কাননে
ললিত-মধুর মধুর স্বরে।

(৩)

বসিয়া তমালে সুখে দধিমুখ
ঊষায় ললিত আলাপ করে;
তরঙ্গিয়া হৃদি উছলিয়া সুখ
সুধা ঢেলে দেয় শ্রবণ ভরে'।

(৪)

যুবতী সুকণ্ঠ সুকৃশশ্র বর্ণে
মনুজের কাছে প্রবাদ আছে—
কেমন রমণী? কি গান সে জানে?
আসুক দেখি সে ইহার কাছে।

(৫)

শুনে' এই গান ভুলে মন-প্রাণ
মোহ আসি' হীন চেতনা করে
বাসে যে'তে আর চায় কি রে প্রাণ
মনে থাকে কিসে বীণার স্বরে?

(৬)

আহা! কি সুন্দর অই গিরিবর
কাননের প্রান্তে দাঁড়া'য়ে আছে!

ধূসর-বরণ নব নীরধর
ধরায় যেন রে মেঘ নেমে'ছে!

(৭)

ধ্যানে মগ্ন গিরি অটল অচল—
তপোবন-প্রান্তে বসতি করে
"হও মম সম, হ'য়ো না চঞ্চল"
এই যুক্তি যেন শিখা'তে নরে।

(৮)

ফল-ভরে নত চারু তরুবর
নত শির করি' দাঁড়া'য়ে আছে
বলি'ছে ইঙ্গিতে যেন "ওহে নর!
আহারের কর ভাবনা মিছে;

(৯)

অবোধ মানব! কেন রে বুঝ না—
বন-বাস ইহা মনেতে কর?
হেন সুখ-ধাম ধরায় পা'বে না
হেথা' আসি' বসি' বিভুরে স্মর"।

(১০)

মরি কি সুন্দর শোভি'ছে অদূরে
শ্যামল তৃণের কুটীর-গুলি!
চারু বন-লতা উঠি'ছে উপরে
হেলি'ছে তাহাতে কুসুম-কলি।

(১১)

এ হেন নির্জ্জনে বসিয়া ওই কে
জ্বলন্ত তপন-বরণ যুবা
মুদি' আঁখি দু'টি রাখি' কর বুকে
বদনে ভাতি'ছে বিমল আভা।

(১২)

শির' পরে জটা সুনীল-বরণ
গ্রীবাতে উরসে পড়ে'ছে আসি'
গম্ভীর মূরতি প্রফুল্ল আনন
আহা কে রে এই নবীন ঋষি!

(১৩)

এ যুবা-বয়সে আশ্রমে এ বেশে
ইচ্ছাতে এসেছে মনে কি লয়?
পড়িয়া তরুণ দারুণ হতাশে
দেখে'ছে ধরারে গরলময়।

(১৪)

বুঝি বা অনন্ত কালের সাগরে
ডুবে'ছে জীবন-রতন সার
ইহ লোকে আর পাবে না ক তা'রে
তাইতে কানন করে'ছে সার।

(১৫)

জানি এ যুবার কি মনবেদনা
কেন এ বিজনে তাপস-বেশে

গুণবতী এক নারী সুলোচনা
বেঁধে'ছিল এরে প্রণয়-পাশে।

(১৬)

ছিল আশা-লতা রোপিয়া হৃদয়ে
পা'বে সুখময় অমিয় ফল—
লভিবে ললনা শুভ পরিণয়ে
সুধা-আশে লাভ হ'ল গরল।

(১৭)

বিচার-বিহীন ধন-লোভী পিতা
অন্য এক জন কুলীন-করে
দলিয়া যুবার সুখ-আশালতা
তা'রে দিবে সুতা ঘোষণা করে।

(১৮)

বড় আশে যুবা হইয়া হতাশ
সংসার-সুখেতে ধিক্কার করি'
করে মনসুখে তপোবনে বাস
যোগধর্ম্ম দয়া ভূষণ ধরি'।

(১৯)

সে অবধি প্রায় গত বর্ষ ছয়
আছয়ে কাননে আবাস করি'
দুরন্ত ইন্দ্রিয় করি' পরাজয়
বিমল অন্তরে বিভু রে স্মরি'।

(২০)

নাহি চিতে আর প্রণয়-বাসনা
ললনার রূপ না পায় স্থল—
ঘুচে' গে'ছে প্রেম-নিরাশা বেদনা
কুহকিনী আশা পাতে না কল।

(২১)

স্থির-চিত এবে, সদৃশ জলধি—
বিমল সলিল সদৃশ মন ;
অচল অটল গম্ভীর প্রকৃতি
সদা ধর্ম্ম-ভাবে মগন মন।

(২২)

হেন কালে একি ? ভুবনমোহিনী
বিজলী-বরণা নবীনা বালা
আসে ধীরে ধীরে মরালগামিনী
রূপে তপোবন করে উজলা।

(২৩)

এলো-কেশ-রাশি আবরে বদন
পিছনে নিবিড় মেঘের মালা
ছল ছল আঁখি বিষণ্ণ আনন
না জানি কেন রে কাতরা বালা।

(২৪)

ধীরে ধীরে বামা মরাল-গমন
চলিলা তৃণের কুটীর-পানে

যথায় বসিয়া তাপস সুজন
মগন বিভুর কীর্ত্তন-গানে।

(২৫)

চমকি' তাপস দেখিলা চাহিয়া
পবিত্র-আননী একটী কুমারী
কুটীরের পাশে র'য়েছে দাঁড়া'য়ে
যেন কি বলিবে মানস করি'।

(২৬)

"রবির কিরণে ঘে'মেছে বদন—
কে তুমি রে বাছা! আ মরি মরি"
বলিয়া সত্বরে তাপস তখন
আনি' দিল তা'রে শীতল বারি।

(২৭)

"কে তুমি কাহার বালা সুচারু-আননে!
হ'য়েছ কি পথহারা নবীনা কুমারী!
কি হেতু এসেছ এই বিজন গহনে
কি লাগি' কাহার তরে ঝরে আঁখি-বারি?

(২৮)

"কিবা হারা'য়েছ তব প্রাণ-প্রিয়জন—
ভ্রমিতেছ তাই বনে তা'র অন্বেষণে;
অথবা হরে'ছে কাল হৃদয়-রতন—
ত্যজিয়া সংসার তাই এসেছ বিজনে?"

(২৯)

পরশে সমীর যথা তটিনীর নীর
কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে উছলে লহরী—
তেমনি তাপস ভাষে নয়নের নীর
উছলি' দ্বিগুণ দুখে কাঁদিল কুমারী।

(৩০)

"কি কহিব হায়! মম দুঃখের কাহিনী
তুলনায় দুখ-রাশি অতুল আমার,—
এসেছি কানন হ'তে বিজনবাসিনী
নামাইতে তপোবনে হৃদয়ের ভার।

(৩১)

"তাপস হে দুখদগ্ধ অভাগীর প্রাণ
জুড়াও শিখাও দেব! ধর্ম্মের সঙ্গীত;
দেখাও আমারে কোথা' শান্তির সোপান
যথায় জুড়া'বে এই অভাগীর চিত।

(৩২)

"ছিল গো বাল্যের উষা আমার যখন
সুখদ জীবন-বন করে' আলোকিত,
আছিল অন্তর যেন বিমল দর্পণ—
একটি বিষাদ-রেখা হয়নি পতিত।

(৩৩)

"যৌবন-প্রারম্ভে দেব! কি বলিব হায়!—
(হায় রে কাঁদিল বালা যেন পাগলিনী)

মোহন তরুণে এক দেখাইলা হায় !
করিবারে বিধি মোরে চির-অভাগিনী।

(৩৪)

"কি কুক্ষণে দেখিলেন—হেরিলাম ও হায় !
মোহিত হইল তাহে উভয়ের মন ;—
বাসনা তাঁহার দাসী করিতে আমায়
আমারও অন্তরে হ'ল আশার সৃজন।

(৩৫)

"ছিল বড় আশা মনে—কি বলিব হায় !—
করিতে সে গুণধরে পতিত্বে বরণ ;
ভাবিতাম যবে পিতা দিবেন তাঁহায়
হইবে ধরণী মম প্রমোদ-কানন।

(৩৬)

"যখন এ হেন আশা আমার মানসে
গঠি'ছে সুখের ছায়া অঙ্কপাত করি'
কে জানে তখন মোর অদৃষ্টের দোষে
মুছিতে তুলি'ছে কাল বিষাদ-লহরী।

(৩৭)

"ত্যজিয়া অমূল্য নিধি জনক আমার
লইলা কুড়া'য়ে কাচ পরম আদরে—
আশা-লতা-মূলে মোর প্রহারি' কুঠার
ভাসাইলা অভাগীরে দুঃখের সাগরে।

(৩৮)

"অশনি-নির্ঘোষ-সম পিতার বদনে
শুনিনু যে বাণী, কানে বাজে আজও হায়!
দিবেন আমার বিয়া অন্য বর সনে
কহিলেন আসি' মম জনক আমায়।

(৩৯)

"পিতার সমুখে আমি কি বলিব হায়!
সরম আসিয়া বাণী রোধিল বদনে,
হেরিনু সুন্দর ধরা মরুভূমি-প্রায়
রহিলাম নত-মুখে ভূমি-নিরীক্ষণে।

(৪০)

"হায়! এ সংবাদ ভীম কাল-ফণি-প্রায়
দংশন করিল দেব! প্রাণেশে আমার
জনমের মত প্রিয় লইল বিদায়
পূরিল পাপের ভার ধরায় আমার।"

(৪১)

বলিতে বলিতে বালা গুরু-শোক-ভরে
অঞ্চল ঝাঁপিয়া মুখে উঠিলা কাঁদিয়া—
কাঁদিল নবীন ঋষি (আর কি সে পারে!)
পড়িল নয়ন-বারি হৃদয় বহিয়া।

(৪২)

উদিয়া অন্তরে পুন বিগত ঘটনা
অধীর করিলা ধীর তাপসের মন;

কত আশা ভালবাসা কতই বাসনা
মুহূর্ত্তে হৃদয়ে পুন দিল দরশন।

(৪৩)

নয়ন-অন্তরে রাখি হৃদয়ের ধন
কাটাইলা তপস্যায় দিবস-যামিনী ;
কেমনে হৃদয়-বেগ রোধিবে এখন
হেরিয়া নিকটে সেই হৃদয়-মোহিনী !

(৪৪)

পুন আরম্ভিলা বালা মুছিয়া নয়ন—
"অপরাধ মম এবে ক্ষম ঋষিবর !
করিনু কাতর কত জানা'য়ে বেদন
সতত আনন্দে পূর্ণ তোমার অন্তর।

(৪৫)

"বিবাহের নিশি হায় ! কাল-নিশি-প্রায়
সমাগত হ'ল আসি' জনক-ভবনে
পরিণয়-মুখে ছাই প্রদানি' ত্বরায়
বাহির হইনু একা প্রিয়-অন্বেষণে।

(৪৬)

"কিন্তু কোথা' পা'ব আর হায় ! সে চরণ ?
পর-নারী-বোধে মোরে করি' পরিহার
জনমের মত প্রিয় করে'ছে গমন
নিধনের হেতু তাঁ'র জীবন আমার।"

(৪৭)

নীরস পল্লব-রাশি মর্‌মরি'
কহিলা তাপসে সরস ভাষে,
দেখ যোগিবর! একটী কুমারী
এসেছে কি আশে তোমার পাশে।

আশা অসীমা।

(১)

"হেথা কে তুমি কামিনী এ নিশীথ-কালে-
সাহস হেরিয়া তব ভয় পাই ধনি!
মোরে অকপটে পরিচয় দাও লো সরলে!
কাহার নন্দিনী তুমি কা'র বা রমণী।'

(২)

"তোমা' নবীন-যৌবনা হেরি' পরমা সুন্দরী;
মরাল-গমনা মৃদু-হাসি মুখ-খানি;
তব বহি'ছে নয়নে সদা সাহস-লহরী;—
যেন কি বলিবে মনে হেন অনুমানি।

(৩)

"একি! বসিলে নিকটে মম কেন গো ললনা!
বার বার চাহিতেছ মম মুখ-পানে,
দাও সত্য পরিচয় মোরে করো না ছলনা,
পাইয়াছি ভয় তব রূপ-দরশনে!"

(৪)

"তবে শুনিবে কি পরিচয় একান্ত আমার ?"
কহিল রূপসী হাসি' হইল ভরসা ;
"কা'র নহি নন্দিনী আমি নহি জায়া কা'র,
তুমি না চিন আমি মন-মোহিনী-আশা।"

(৫)

"ভাল একাকী কামিনী তুমি আইলে কেমনে ?
ভয় নাহি সুবদনী হইয়া অবলা !
বল কি কাজ তোমার শুভে ! আমার সদনে,
প্রকাশি' চিন্তিত হৃদি সুস্থ গো সরলা !"

(৬)

"আমি ভ্রমি ভূমণ্ডল, সদা এরূপে একাকী,
আদরে আমায় পূজে যত নর-নারী ;
হতাশ জীবনে যেই কুল নাহি দেখি
তাহারে তরাই আমি হইয়া কাণ্ডারী।

(৭)

"এসেছি তোমার কাছে তোমা আশ্বাসিতে,
নারি গো দেখিতে নারী, বিষণ্ণ বদন ;
(কেন) একাকী কাঁদি'ছ বসি' বিজন নিশীথে
ভয় কি হইবে * * তব * * * *।"

(৮)

"হায় আশা রে ! আমায় ত্যজি' অন্য স্থানে যাও,
পা'বে না পা'বে না মম হৃদয়েতে স্থান।

মিছে দেখা'য়ে প্রলোভ কেন যাতনা বাড়াও,
ছলনা ললনা প্রতি নয় গো বিধান।

(৯)

"জানি জীবন থাকিতে সুস্থ * * * * মুখ
হেরিবে না অভাগীর এ পাপ নয়ন!
হায়! মরীচিকা হ'য়ে আশা কেন দিবে দুখ
বধিতে কাতরা মৃগীর তৃষিত জীবন।

(১০)

"একে প্রখর চিন্তায় দহে জীবন আমারি—
হতাশ-অনল-বায়ু বহে প্রতিক্ষণ;
শেষে নিরাশ-প্রান্তরে পড়ি' নাহি পে'য়ে বারি;
হায়! হ'বে রে বিলীন আশা পিপাসু জীবন।"

(১১)

"ছি ছি! না জানি কর গো কেন এত অবিশ্বাস,
কেন ধনি! নেত্রজল আমার কথায়?
তব উঠিল উছলি' মন পড়িল নিশ্বাস—
কেন বা হতাশ এত বল না আমায়?

(১২)

"চিন না আমায় কি বলে' বা দিব পরিচয়
নিজ মুখে সুলোচনে! আমার মহিমা
জ্ঞাত ত্রিভুবনে, কি দেব কি মানব-নিচয়।
নাহি ক্ষয় ত্রিকালেতে এ দেহ অসীমা।

(১৩)

"দেখ—রোগী শোকী আতুর দরিদ্র ধনবান্
সবে স্নেহ করি—সবে সমান আমার ;
চিন্তা কিম্বা দুঃখে সদা দহে যা'র প্রাণ
শান্তি-বারি দিয়া বা'রি অনল তাহার !

(১৪)

"যবে সতী দময়ন্তী পতি হারাইয়া হায় !
কাঁদিলা হা নাথ ! বলি' কাননের মাঝ,
গিয়া আশ্বাসি' তাহায় আমি কহিনু তথায়
কেঁদ না কেঁদ না ফিরে পা'বে নলরাজ !

(১৫)

"যবে পাণ্ডু-পুত্র হারি' রাজ্য, পশিল বিজনে
ব্যথিল দ্রুপদ-সুতা-মুখ নিরখিয়ে,
গিয়া কহিনু সে কালে আমি পাঞ্চালী-সদনে,
কেঁদ না হইবে রাণী আবার ফিরিয়ে।

(১৬)

"ছিল হীন-ব্যবসায়ী নেপোলেন্ বোনাপার্ট—
দেখ আমার সহায়ে পরে কি না হ'ল তা'র
(ইচ্ছা আছিল সৈনিক হ'বে দিনু রাজ্যপাট)
অদ্যাপি জগতে যা'র বীরত্ব-প্রচার।

(১৭)

"ধন্য ! এখনো যে দেখি তব গেল না সংশয়-
করিল কি হতভাগী অরণ্যে রোদন,

এখনো রাক্ষসী ভেবে' পে'তেছ কি ভয়?
প্রিয়তমে! কথা মোর কর গো শ্রবণ।

(১৮)

"দেখ, সুষুপ্তা ধরণী; এই বিরাম-সময়ে
অকাতরে নিদ্রা যায় পশু-পক্ষি-নরে।
মরি! একাকী কেবলি তুমি বিষণ্ণ হৃদয়ে,—
মলিন গণ্ডেতে তব নেত্র-নীর ঝরে!"

(১৯)

"মিছে কেন দয়াশীলে! দুরাশা বাড়াও;
এ নয়ন করিতে গো অশ্রু বরিষণ
হ'য়েছে আমার, আশা! কেন আশা দাও?
হ'বে না আমার দেবি! অভীষ্ট পূরণ!"

(২০)

"হায়! কহিলে কিরূপে আশা পূরিব তোমার;
লাজ পাই বার বার দিতে পরিচয়।
পুন না দিলে বুঝ না তুমি করি কিবা আর;
যদি গলয়ে পাষাণ, মম কথা মিথ্যা নয়।

(২১)

"অতএব শুন ধনি! মম বাণী সার;
যাহার সহায় আমি, সে না দুঃখ পায়।
আমা' অবলম্বি' এই সমস্ত সংসার
তুমি কেন ছাড় মোরে নিরাশা-কথায়।?

(২২)

"দেখ, আমায় ত্যজিয়া ঐ হিন্দু-সুত-গণ
কতই পাই'ছে কষ্ট যবনের করে ;
ভারতের লক্ষ্মী করি' যবনে অর্পণ,
কাটাই'ছে কাল ম্লেচ্ছ-দাস-বৃত্তি করে'।

(২৩)

"উঠ বিনোদিনি ! নেত্র-নীর কর সম্বরণ ;
বিশ্বাস হ'ল না কি গো আমার কথায় ?
তবে বসিয়া এখানে আর মিছে ভাবি কেন ;
যাই চলি' কি হইবে থাকিয়া হেথায় !

(২৪)

আর যদি বাঞ্ছা * * হেরিতে * * রে
শুনি' মম কথা দুঃখ কর সম্বরণ ;
সদা ধৈর্য্য ডোরে বাঁধি' মন, ডাকহ ঈশ্বরে,
অচিরে তোমার আশা হইবে পূরণ।"

(২৫)

"নিশা সখি ! চিনে'ছ কি কে এ সুনয়না ?
চিনে'ছি, তোমারে আমি—চিনে'ছি মোহিনী ;
ধন্য ! মুহূর্ত্তেকে ভুলাইলে হৃদয়-যাতনা—
ধন্য গো মোহিনী তব, আশা মায়াবিনী !!"

(২৬)

"করো আশা এই রূপে দুঃখ হ'তে ত্রাণ
প্রকাশি' তোমার মায়া ভুবন-মোহিনী।

একাকিনী দুঃখে দগ্ধ হ’তেছিল প্রাণ—
উত্তম সময়ে আশা! হইলে সঙ্গিনী।

(২৭)

“রণে, বনে, কি গহনে, তব রূপ হেরি’
থাকে নর স্থির হ’য়ে আশয়ে বাঁচিয়া;—
তব অসীম মহিমা আশা, তোমা’ নমস্কারি;
এস রে সুখাশা! হৃদে থাক রে আসিয়া।”

কবরী-বন্ধন

কহ সখি! কোথায় প্রেয়সী—
কোথা’ সে পাণ্ডব-প্রিয়া সখী মুক্তকেশী?
বারেক দেখিব সেই বন-সহচরী
করিব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ; কোথা’ সে সুন্দরী?
কোথা’ প্রিয়ে অশ্রুমুখী পাঞ্চাল-নন্দিনি!?
তব ভীম ভীম-বেশে; দেখসে মানিনি!
পূরিতে তোমার প্রিয়ে! প্রতিজ্ঞা দুষ্কর.
করে’ছি রঞ্জিত কুরু-রক্তে কলেবর।
যে ঊরুতে বসাইতে প্রেয়সি! তোমারে
চেয়েছিল কুরুপতি সভার মাঝারে,
সেই ঊরু ভাঙি’ ভীম-গদার প্রহারে

দাঁড়াইয়া বৃকোদর প্রিয়ে ! তব দ্বারে
পূর্ণিমার শশি-সম, মেঘ-অন্তরালে।
আবরিত মুখ-শশী, মুক্ত-কেশ-জালে,
এসো প্রিয়ে এলোকেশি ! বেঁধে' দি' কবরী—
প্রতিজ্ঞা-শৃঙ্খলে ভীম আবদ্ধ সুন্দরি !
বিজলীর ছটা-সম, বিম্বাধরে হাসি,
রণশ্রান্ত ভীম ;—শ্রান্তি হর হে প্রেয়সি !
ঊরু-ভঙ্গে কুরুপতি লুণ্ঠিত ধরণী—
ঋণ মুক্ত কর এবে, প্রিয়ে সুবদনি !
তোমার সৌভাগ্যে প্রিয়ে ! রণজয় করি।
আর কেন বিষাদিত তুমি হে সুন্দরি ! ?

মধুকরোত্তেজিতা শকুন্তলা।

(১)

"দেখ না স্বজনি ! ঐ দুষ্ট মধুকর
দংশিতে আসি'ছে মুখে গুন্ গুন্ করি' ;
তাড়না করিনু কত সঞ্চালিয়া কর
তবু নাহি যায় অলি, আসে ঘুরি' ফিরি'।

(২)

"কর সখি ! পরিত্রাণ সঞ্চালি' অঞ্চল,
মাধবী-লতায় আমি জল সেক করি ;

কক্ষেতে কলসী মোর কি করি লো বল,
যতই সঞ্চালি কর, তত আসে ফিরি'।"

(৩)

সখী।—"কেমনে নিবারি সখি বল শকুন্তলে!
বিকচ-কমল সম তব মুখ হেরি'
ধাইতেছে মধুকর তবাধর-দলে,
মধুপান-লুব্ধ অলি মধু আশা করি'।

(৪)

"স্বজনি! এই কি তব রহস্য-সময়!
দেখ না দংশিতে অলি আসে নিরন্তর;
কর সখি! পরিত্রাণ বিলম্ব না সয়,
অধীর করি'ছে মোরে দুষ্ট মধুকর।"

(৫)

"পরিত্রাণ ক্ষমতা কি মোদের সুন্দরি!?
পরিত্রাণ-কর্ত্তা ভূপে করহ স্মরণ;—
তপোবন রাজা সদা রক্ষে যত্ন করি';
স্মরহ স্বজনি! তুমি দুষ্মন্ত রাজন।"

(৬)

(লতান্তরাল হইতে রাজা।)

"বনলতা সুশোভন তপোবন মাঝে,
কে করে পীড়ন তা'রে থাকিতে দুষ্মন্ত?"
সখী।—"নাহি অন্য বিঘ্ন কিছু সামান্য যা আছে,
ব্যাকুলা স্বজনী অলি-পীড়নে নিতান্ত।"

(৭)

রাজা।—"তাড়াইনু অলি কিন্তু কি দোষ অলির ?
ব্যাকুলা করিতেছিল তোমায় সুশীলে !
মম এ মানস-অলি নিতান্ত অধীর
ধাইতেছে বার বার বদন-কমলে।

(৮)

"কিসে নিবারিব তা'রে বল হে সুন্দরি !
জিজ্ঞাসে কাতরে তোমা' ভূপতি দুষ্মন্ত ;
বিমল কমল হেরে' কভু ইচ্ছা করি'
ফিরে কি সুন্দরি ! অলি মধু-লোভে ভ্রান্ত ?"

মৃত্যু।

—•—

আহা ! এই সুখ-পূর্ণ অবনী-মণ্ডলে
আমি মৃত্যু না থাকিলে এই ধরাতলে
পাইত কি শান্তি-সুখ হতভাগা নর ?
হ'ত কি ধরণী হেন প্রমোদ-আকর ?
হা ! কি ভ্রান্তি মানবের কাঁপে মোরে দেখি'—
জেনেও জানে না আমি বিপদের সখি।
আহা মরি নিরন্তর রোগের দংশনে
যন্ত্রণা-দায়িনী ধরা যাহার জীবনে,

মানস প্রমোদ-হীন, তনু-খানি ক্ষীণ
নিশি দিন জলে ভাসে বদন-নলিন,
ছেড়ে'ছে শান্তির আশা হতাশ অন্তরে,
ভীষণ-দশন-রোগে দংশে আরও জোরে,
এ সময়ে আমা বিনা কেবা পারে আর
জুড়া'তে সে অভাগারে—করিতে নিস্তার ?
হায় ! কোন হতভাগা অদৃষ্টের বশে,
পড়ে'ছে দারিদ্র্য-দুঃখে কমলার রোষে,
কাঁদে তা'র শিশু সুতা, নলিন-আনন,
শুকায়েছে ওষ্ঠাধর, অভাবে ওদন।
সহিতে না পারি' জ্বালা হতভাগ্য নর
(অর্থাভাবে হীনবৃত্তি !) হইল তস্কর।
ক্রমে ক্রমে নিন্দা তা'র যুড়িল ভুবন
চোর বলি' করে করে, সজোরে বন্ধন,
বিরলে বসিয়া অশ্রু করে বিসর্জ্জন,
সহিতে না পারে লজ্জা, প্রহার, তাড়ন।
এ সময়ে আমা বিনা কেবা পারে আর
ঘুচা'তে সরম তা'র, অন্তর-বিকার ?
হায় ! কোন অভাগিনী পতি-সোহাগিনী
ছিল পূর্ব্বে ; এবে তা'র কান্ত গুণমণি
বারুণী গরল-পানে উন্মত্ত হইয়ে
কাটায় রজনী সুখে কুলটা-আলয়ে।
সহিতে না পারে বালা হৃদয়-যাতনা,
প্রকাশি' বা কা'রে কয় মরম-বেদনা ?

এ সময় আমা' বিনা তাহার জীবন,
কে পারে করিতে সুস্থ ?—কে আছে এমন ?
তরুণ তরণী কোন নদী-বক্ষোপরি,
সুখের আলাপে যায় তরণিতে করি ;
হেন কালে বারি-রাশি গর্জ্জিয়া তুফান
ডুবায় তরণী ক্ষুদ্র—করে খান খান ;
সন্তরি' উঠিতে চায় ; উঠিতে না পারে—
আকুল জীবন—ডুবি' জীবন-মাঝারে।
এ সময়ে আমা' বিনা কে বা পারে আর
ঘুচা'তে ভীষণ তা'র যাতনার ভার ?
এমন সুহৃৎ আমি বিপদ-কালেতে,
তবুও অখ্যাতি মোর কেন এ জগতে ?
হায় ! হায় ! কিছু আমি না পাই ভাবিয়া
কেন নর করে ডর আমায় দেখিয়া ?
দেখে যেন মূর্ত্তি মোর—রাক্ষসী-আকার।
আমার গমনে কেন উঠে হাহাকার ?

যৌবন।

(১)

কে হে পুরুষ-রতন—
বিজলি বরণ তনু,
মুখ জিনি' শশী ভানু,

নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শির-সুশোভন
কে হে পুরুষ-রতন ?

(২)

আঁখি দু'টী নীলোজ্জ্বল,
কটাক্ষ অতি উজ্জ্বল,
মধুর-অধর-রাগ—প্রবাল যেমন ;
কে হে নয়ন-রঞ্জন ?

(৩)

কেন গালে হাত দিয়ে—
অধরে ঈষৎ হাসি,
সুগম্ভীর-মুখ-শশী,
আশ্চর্য্যের প্রায় কেন চাহিয়া বিস্ময়ে ?
কেন গালে হাত দিয়ে ?

(৪)

জলদ-গম্ভীর ধ্বনি, পশিল শ্রবণে শুনি,
(শুনিলাম) নাম মম সুন্দর 'যৌবন' ;
আছে গো কারণ মম বিস্ময়-কারণ—
কি গো করিবে শ্রবণ ?

(৫)

কি হেতু আমারে বলে "বিষম যৌবন" ?
আমার শরীর-শোভা,
নয় কি গো মনোলোভা,—

নয় কি গো মুখ মম মানস-রঞ্জন,
কিম্বা কুৎসিত গঠন ?

(৬)

কহ সখি ! কহ দেখি,
আমারে পাইয়া সুখী,
হওনি কি, হন না কি, নর নারী-গণ ?
কাহার সহায়ে সখি ! জ্ঞান-উপার্জ্জন ?
সে কি বাল্যের সদন ?

(৭)

বল লো যুবতি ! বল,
সুধাও যুবক-দল,
কেন নিন্দ বল ; বল, সতত যৌবন
প্রেম-সুধা কে করায় বল আস্বাদন।
সে কি বার্দ্ধক্য ভীষণ ?

(৮)

কহ কহ কহ সখি !
কেন হ'লে অধোমুখী,
দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, বুদ্ধি, জ্ঞানের সদন,
বার্দ্ধক্য, কৈশোর কিবা অধম যৌবন—
বল, করি গো শ্রবণ।

(৯)

সরস-সৌন্দর্য্য-দক্ষ সাহসী জীবন,
কৈশোর, যৌবন কিবা প্রৌঢ়ের সদন

বল সখি ! নয় সে কি নিন্দিত যৌবন ?
কহ, স্বরূপ বচন।

(১০)

নিরবিল অলিরাজ করিয়া গুঞ্জন
আধ আধ হাসি হাসি'—সুগম্ভীর মুখ-শশী
কুতূহল স্থির দৃষ্টি জিজ্ঞাসু নয়ন,
করে বদন অর্পণ।

(১১)

কেন অনুযোগ কর,
শুন শুন বয়ঃ-রাজ ! কেন ওহে দাও লাজ,
কে না জানে কাল মাঝে প্রতাপ তোমার !
সুন্দর শরীর তব শোভার আগার,
হয় সুখের আধার।

(১২)

শুন সুন্দর যৌবন !
বটে তোমার পরশে
সবে সুখ-নীরে ভাসে ;
কিন্তু হে প্রতাপ তব প্রখর এমন
লঘুচেতা জন কত, তব ভয়ে জ্ঞান-হত
করিতেছে অবিরত কু-পথে ভ্রমণ—
তব কলঙ্ক-রটন।

(১৩)

ছত্র-হীন পান্থ যদি,
রৌদ্রে ভ্রমি' নিরবধি,
উষ্ণকর বলি' রবি করয়ে নিন্দন,
সবে কি বলিবে ভানু কষ্টের কারণ ?—
হ'বে কলঙ্কী তপন ?
লঘুচিত জন যা'রা, তব ভয়ে জ্ঞান হারা
পারে না ইন্দ্রিয় যা'রা করিতে দমন,
নাই মনের বন্ধন ;—
তাহারাই বলিবেক "বিষম যৌবন" ।
তাহে তুমি ক্ষুব্ধ কেন হও অকারণ—
তাহে কি হইবে তব কলঙ্ক রটন
ওহে সুন্দর যৌবন ।

ময়ূরী ।

কে সাজা'লে পুচ্ছ তো'র বিবিধ-বরণে
উজ্জ্বল-মধুর-শত-চন্দ্রের কিরণে ?
হায় রে ! সে চিত্রকরে দেখিতে না পে'য়ে
নিরবধি কত কাঁদি ব্যাকুল-হৃদয়ে !
কহ পাখি ! দেখে'ছ কি সেই পরমেশে
সাজান সুপুচ্ছ তো'র যিনি স্নেহাবেশে ।
অনুভব করি, পাখি ! দেখে'ছ তাঁহারে
দেখে'ছ—তাঁহারে নব নীরদ-মাঝারে ।

যখনি গগনে উদে নীল নব ঘন
তখনি আহ্লাদে মাতি' নাচ তুমি কেন ?
সাজা'য়ে সুন্দর পুচ্ছ মণ্ডল-আকারে
কৃতজ্ঞতা-রসে ভাসি' দেখাও কি তাঁ'রে ?
ওরে পাখি ! তুমি ধন্য ! বুঝিনু হৃদয়ে
কৃতজ্ঞতা আছে তব হৃদয়-নিলয়ে।
আমারে মানবী তিনি করিলা সংসারে
ভকতি-কুসুমে তবু নাহি তুষি তাঁ'রে।

সখীর প্রতি।

মুছিয়া নয়ন-জল চল সই ! চল চল,
যাই তথা' নাই যথা'
কপট প্রণয় ছল।
মনের মতন নিধি সখি ! না মিলিল যদি
সংসার-জলধি-মাঝে
তবে ডুবি কেন বল ?
তরুণ-মধুর-ভাষে পড়ো না প্রণয়-ফাঁসে
আশা কুহকিনী তায়
পেতে'ছে নিধন-কল—
চল, সই ! চল চল।
কাঁপি'ছে তটিনী জল ফুটি'ছে কমল-দল
যথায় তরুর ফল
খসে ধীর-পবনে—

নীরবে কলিকা ফুটে, মৃদুল সুবাস উঠে
হরষে হরিণী ছুটে,
চল, সেই বিজনে।
সুনীল-অম্বর-তলে উজলে শশাঙ্ক খেলে
বিহগ মধুর-কলে
সুধা ঢালে শ্রবণে।
সরলে সরল মন সরল-প্রকৃতি বন
তাই ত্যজি' পরিজন
যাই চল গহনে।
নীরবে কলিকা ফুটে, মৃদুল সুবাস উঠে
হরষে হরিণী ছুটে—
চল, সেই বিজনে।

হৃদয়।

তব সনে মিশাইতে হায়! আমি এ ধরাতে
না পাইনু এ জীবনে হেন কোন নিধিরে;
আমার হৃদয় ওরে কি দিয়ে তুষিব তো'রে
মনোমত কিবা চিত! কহ না আমায় রে।
লোকে বলে মন মিলে মনোমত ধন পে'লে
সে কি ধন? ধরা মাঝে আছে কি সে হায় রে?
"হৃদি সনে মিশে যদি হৃদয়ের যোগ্য হৃদি"
এ প্রবাদ সত্য চিত! কই বল কই রে।
মানব মানবী কত হেরিলাম মনোমত

গরল অন্তর কেহ সরলতাময় রে।
কিন্তু হেন কই মিলে সতত অন্তরে মিলে
যথা মিলে দুধে জলে সদা সর্ব্বক্ষণ রে।
তাই ত মানব-চিত করিলাম পরিহার,
তাই ত পরের চিত না লইব উপহার,
তাই মানবমানবী-চিতে ধিক্কার আমার।
বিপুল-ধরণী তলে কিছু কি পা'ব না আর,
তুষিতে তোমারে হৃদি দিতে তোমা' উপহার?
অই যে ডাকিছে ঘন গুরু গুরু গরজন
চপলা চঞ্চলা বালা ছুটে ছুটে ধায় রে;
ও রূপ হেরিয়া কেন, চঞ্চল অন্তর মম
ও বিজলি সহ কেলী তরে বুঝি যাও রে।
ওই যে তরুর কোলে নীরবে কুসুম দোলে
তাই হেরে' উচাটিত কেন চিত! হও রে?
ত্যজে' মানবী মানব ওই স্বভাব-বিভব
সনে কি তব সম্বন্ধ এত ঘন কও রে।
না চাও গৃহ আপন নাহি চাও পরিজন
কেবলি স্বভাব কেন নিরখিতে চাও রে?
শুনিনু মনের কথা হৃদয়! তোমার
এবে নিরজনে খুলি' মনের দুয়ার।
চির দিন তো'রে চিত! দিব উপহার
স্বভাবের শোভা চির-অক্ষয়-ভাণ্ডার।

সম্পূর্ণ।

কবিতাহার সম্বন্ধে
সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের অভিপ্রায়

আর্য্যদর্শন। ১২৮৮ সাল, বৈশাখ।

"কবিতাহার ; জনৈক-হিন্দুমহিলা-প্রণীত। গভীর অন্ধকার মধ্যে আলোক প্রবেশিলে কত আহ্লাদ হয়, সকলেই জানেন। বঙ্গে এখন অন্ধকারের অবস্থা। এই দুর্দ্দিনে যদি অবরুদ্ধ-মতি প্রতিহত-গতি স্ত্রীজাতির মনীষা কিয়ৎ পরিমাণেও স্ফূর্ত্তি পায়, তবে কোন্ মানস্বীর না আনন্দ হয়? তাহার উপর, তাঁহাদের হৃদ্বৃত্তির বিকাশ আবার যদি সংপূর্ণ প্রোজ্জ্বল কিরণ দান করে তাহা হইলে সে প্রশংসা পাইবার অধিকারীর কত পুণ্য! কবিতাহারের রচয়িত্রী সেই সুখ্যাতিবাদ পূর্ণ-মাত্রায় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রয়াসের ফল—অত্যন্ত আশাপ্রদ। সুকুমার অবস্থা হইতেই তাঁহার রচনা যখন অমৃত-নিঃস্যন্দনী শক্তি পাইয়াছে, তখন পরিপক্ক লেখনী না জানি, বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে আরো কত মহামূল্য জ্যোতিষ্ক সংস্থাপন করিবে! কবিতাহারে 'উষা-বর্ণন,' 'বঙ্গ-মহিলাগণের হীনাবস্থা', 'শরৎ-বর্ণন' 'সঙ্গিনীর বৈধব্য' 'লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু' পাঁচটী মাত্র সন্দর্ভ নিবেশিত আছে। 'সঙ্গিনীর বৈধব্যে' হৃদয়-ভাব অপ্রতিহত গতি দেখাইয়াছে। দ্বিতীয় সন্দর্ভে গ্রন্থকর্ত্রী সুনিপুণ চিত্রকরের মত তুলিকা-যোগে স্ব-শ্রেণীর একটী অতি বিশ্বস্ত ছবি আঁকিয়াছেন। স্ত্রী-জাতির আন্তরিক বেদনা যাঁহারা বুঝিতে চাহেন না, সেই কঠোর-প্রাণ পুরুষকে বলি—দেখ, প্রবল পুরুষ! যাঁহাদিগকে অবলা বল, তাঁহারা কি লিখিয়াছেন—এক বার দেখ। আর যে ইয়োরোপীয় জাতি আমাদিগকে রাজদ্রোহী ভাবেন, তাঁহাদিগকে বলি, দেখুন মহাত্মন্! আমাদের অন্তঃপুরচারিণী—আমাদের জননী জাতি আপনাদের রাজত্বে কত সুখিনী—আপনাদের সমবেদনায় কেমন দুঃখিনী!

রচয়িত্রী খণ্ডকাব্য ছাড়িয়া মহাকাব্যে হস্ত প্রসারণ করিলে, প্রথম শ্রেণীর পুরুষ কবিদের সমকক্ষতায় সমর্থ হইবেন।"

বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৮০।

"কবিতাহার জনৈক হিন্দু-মহিলা-প্রণীত। কলিকাতা মিনার্ব্বা প্রেস।

শ্রুত আছি এখানি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার প্রণীত। ইহা পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর প্রণীত হইলেও, প্রশংসনীয় হইত। ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আশীর্ব্বাদ করি, নবীনা গ্রন্থকর্ত্রী সর্ব্বসুখভাগিনী হউন।"

বান্ধব। ষষ্ঠখণ্ড। ৯ম সংখ্যা।

"কবিতাহার জনৈক-হিন্দুমহিলা-প্রণীত।

* * কবিতাহার তাদৃশ উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ নহে, কিন্তু সদ্গ্রন্থ বটে এবং স্ত্রীলোকমাত্রেরই সুপাঠ্য। এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে কবিত্বের কমনীয় জ্যোৎস্না ও স্ফুরণ আছে।"

MOOKERJEE'S MAGAZINE, June, 1873.

"* * * * * Thus, when she in singing of the condition of her sex in India, which she does with a force and truth which a Hindu lady alone can do, after an eloquent appeal to the stronger sex in the name of justice and humanity, in the name of the chivalry which is proper to it to give it freedom—after an exhortation to individual husbands, whatever their indifference to women as a class, to free their respective wives, for the love they bear them, she concludes with a most appropriate, natural and fervid appeal to the Almighty. We hope there is no Hindu man who can read this poem without emotion—no atheist who has his faculties generally about him, no foe of Woman's Rights who is not utterly depraved, who will be disposed to question the perfect naturalness and sincerity of that reverent expostu-

lation with the supreme Being, the enquiry why the All-merciful is (apparently) the All-merciless to her sex—why having created woman and endowed her with such a weak nature and tender heart. He has condemned her to subjection. But her doubt of the divine Wisdom is only momentary—only the weakness of the flesh under the ceaseless rack of the Hindu social system. She soon regains her equanimity, and in the last lines though still harping on her state of imprisonment and darkness, she becomes almost cheerful with a melancholy cheerfulness in her expression of dutifulness to God :—

Oh for sweet Liberty—a free, free home
Whence I may glide at will and freely roam !
Imprisoned like some caged bird, I stay
In this recess, and sigh the hours away.
Condemned to thraldom, oh how sad my lot !
This globe, this life itself avail me not !
Ah me ! were freedom mine and fetters off,
I would the nectar'd draughts of knowledge quaff ;
And still as nature's beauties charmed my eyes,
I'd sing thy praise, my Maker kind and wise !

* * * * *Kavitahara*, as being altogether modern and secular in subject and treatment is infinitely more pleasant reading. The writer excels in description and the expression of tender, womanly sentiment natural to her. Besides the pieces already alluded to, there is a short piece on Autumn and a pretty long one on the Morning or rather Day, from the latter of which we translate a few stanzas :—

In anger fierce, the God of day
With flame envelopes earth and sky,
The air grows hot beneath his ray,
As he rides in his zenith high.

Now Sol, in glowing vesture drest,
Seeeth his vapour-tribute paid ;
Men, beasts, birds are with heat opprest,
And panting travellers seek the shade.

The dark doth now on clouds in air,
In carols loud for rain-drops call ;
All living things to streams repair :—
For the fiery blast oppresseth all.

E'en the zenana's beauteous throng,
With nimble steps, by glare opprest,
Fly where the streamlet glides along,
And deck like lotus-blooms its breast.

The *Hindoo Patriot* published sometime ago translations from the same poem as well as one from another, both finely rendered into verse by Babu O. C. Dutt.

One of the excellences of this little collection that makes it a gem is its equality in respect of quality. All the pieces, and they are only five, are of more or less merit. But of all these five none is so powerful, so deeply moving as the Lament for a Friend's Widowhood. It is—a direct spring of emotion from the living heart—tears in words. It is a true picture of death in a household rather than of Hindu widowhood, in particular, but the knowledge of Hindu widowhood doubtless furnishes much of the inspiration. An ever-torturing perpetual widowhood is one of the darkest spots in our social system. Power is not the characteristic of her muse, but rather a quiet tenderness, but the first sight of the woeful change hurricane uprooting a fine orchard in an hour—a loving sister blooming in youth and beauty, surrounded by all the comforts that wealth can command, and blest with the highest treasure for such a one, a youthful husband's initiatory love, struck down in a moment and rendered for ever miserable, worse than a beggar's wife need be—evidently impressed her profoundly, and if anything were wanting, the dread, may be, of the same fate (God forbid !) for herself, completed the effect on her—quickened her fancy and intensified her passion."

HINDOO PATRIOT, March 10, 1873.

"Kavitahara is a collection of some exquisite pieces of poetry in Bengali by a Hindu lady of high respectability in Calcutta. It may be interesting to the readers to know that the poetess is only fifteen years of age."

FRIEND OF INDIA, March 13, 1873.

"A Bengalee girl of fifteen has published *Kavitahara* which the *Hindoo Patriot* describes as "a collection of some exquisite pieces of poetry" in Bengalee. The critic should translate them."